যোহন লিখিত সুসমাচার

যীশুর পৃথিবীতে আগমন

1 আদিতে বাক্য* ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন,
আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2সেই বাক্য আদিতে
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। 3তাঁর মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি
হয়েছিল এবং এর মধ্যে তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি
হয় নি। 4তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন
জগতের মানুষের কাছে আলো নিয়ে এল। 5সেই আলো
অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আর অন্ধকার
সেই আলোকে জয় করতে পারে নি।

6একজন লোক এলেন তাঁর নাম যোহন; ঈশ্বর
তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। 7তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবার জন্য সাক্ষীরূপে এলেন; যাতে তাঁর মাধ্যমে
সকল লোক সেই আলোর কথা শুনে বিশ্বাস করতে
পারে। 8যোহন নিজে সেই আলো ছিলেন না; কিন্তু
তিনি এসেছিলেন যেন লোকদের কাছে সেই আলোর
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। 9প্রকৃত যে আলো, তা
সকল মানুষকে আলোকিত করতে পৃথিবীতে
এসেছিলেন।

10সেই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগত তাঁর
দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু জগত তাঁকে চিনতে পারেনি।
11যে জগত তাঁর নিজস্ব সেখানে তিনি এলেন; কিন্তু
তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। 12কিন্তু
কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল।
যারা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান
হবার অধিকার দান করলেন। 13ঈশ্বরের এই সন্তানরা
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন শিশুর মতো জন্ম
গ্রহণ করেনি। মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা
অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের এই জন্ম।

14বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের
মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র
পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি।
সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন। 15যোহন
তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বললেন, "ইনিই তিনি যাঁর
সম্বন্ধে আমি বলেছি। 'যিনি আমার পরে আসছেন,
তিনি আমার থেকে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক
আগে থেকেই আছেন।"'

16সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা
সকলে তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি।
17কারণ মোশির মাধ্যমে বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল;
কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যের পথ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এসেছে।
18ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; কিন্তু একমাত্র পুত্র,
যিনি পিতার কাছে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ
করেছেন।

যোহন যীশু সম্পর্কে লোকেদের বললেন

(মথি 3:1-12; মার্ক 1:2-8; লূক 3:15-17)

19জেরুশালেমের ইহুদীরা কয়েকজন যাজক ও
লেবীয়কে যোহনের কাছে পাঠালেন। তাঁরা এসে
যোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

20যোহন একথার জবাব খোলাখুলিভাবেই দিলেন;
তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে
স্বীকার করলেন, "আমি সেই খ্রীষ্ট নই।"

21তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে
আপনি কে? আপনি কি এলিয়?"

যোহন বললেন, "না, আমি এলিয় নই।"

ইহুদীরা জিজ্ঞেস করলেন, "তবে আপনি কি সেই
ভাববাদী?"

যোহন এর জবাবে বললেন, "না।"

22তখন তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কে?
আমাদের বলুন যাতে যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছে
তাদেরকে জবাব দিতে পারি। আপনার নিজের বিষয়ে
আপনি কি বলেন?"

23ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে
যোহন বললেন,

"আমি তাঁর রব, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে
বলছেন, 'তোমার প্রভুর জন্য পথ সোজা কর!"'

যিশাইয় 40:3

24যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু ফরীশী
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 25তাঁরা যোহনকে বললেন,
"আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয় নন, ভাববাদীও নন,
তবে আপনি বাপ্তাইজ করছেন কেন?"

26এর উত্তরে যোহন বললেন, "আমি জলে বাপ্তাইজ
করছি। তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছেন যাঁকে
তোমরা চেন না। 27তিনিই সেই লোক যিনি আমার
পরে আসছেন। আমি তাঁর পায়ের চটির ফিতে খোলবার
যোগ্য নই।"

28যর্দন নদীর অপর পারে বৈথনিয়াতে যেখানে যোহন
লোকেদের বাপ্তাইজ করছিলেন, সেইখানে এইসব
ঘটেছিল।

29পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে
দেখে বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি
জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান! 30ইনিই সেই

বাক্য গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল "লোগোস" অর্থাৎ যে কোন রকমের যোগাযোগ। যাকে "বার্তা" ও বলা যেতে পারে। এখানে এর অর্থ হল খ্রীষ্ট, যিনি নিজেই সেই পথ – যে পথের সম্বন্ধে ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের বলেছিলেন।

লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমার পরে একজন আসছেন, কিন্তু তিনি আমার থেকে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।'
31এমনকি আমিও তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা যেন তাঁকে খ্রীষ্ট বলে চিনতে পারে এইজন্য আমি এসে তাদের জলে বাপ্তাইজ করছি।"

32-33এরপর যোহন তাঁর সাক্ষ্যে বললেন, "আমি নিজেও খ্রীষ্ট কে তা জানতাম না। কিন্তু লোকদের জলে বাপ্তাইজ করতে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন। ঈশ্বর আমাকে বললেন, 'তুমি দেখতে পাবে এক ব্যক্তির উপর পবিত্র আত্মা এসে অধিষ্ঠান করছেন। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন।'"
যোহন বললেন, "আমি পবিত্র আত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সেই আত্মা কপোতের আকারে এসে যীশুর উপর বসলেন। 34আমি তা দেখেছি আর তাই আমি লোকেদের বলি, 'যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।'"

যীশুর প্রথম শিষ্যদল

35পরদিন যোহন তাঁর দু'জন শিষ্যের সঙ্গে আবার সেখানে এলেন। 36যীশুকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে তিনি বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!"

37তাঁর সেই দু'জন শিষ্য যোহনের কথা শুনে যীশুর অনুসরণ করতে লাগলেন। 38যীশু পিছন ফিরে সেই দু'জনকে অনুসরণ করতে দেখে, তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি চাও?"

তাঁরা যীশুকে বললেন, "রব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?" ("রব্বি" কথাটির অর্থ "গুরু"।)

39যীশু তাঁদের বললেন, "এস দেখবে।" তখন তাঁরা তিনি কোথায় থাকেন গিয়ে দেখলেন। আর সেই দিনের বাকি সময়টা তাঁরা যীশুর কাছে কাটালেন। তখন সময় ছিল প্রায় বিকাল চারটা।

40যোহনের কথা শুনে যে দু'জন লোক যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। 41আন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাই শিমোনের দেখা পেয়ে তাকে বললেন, "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।" "মশীহ" কথাটির অর্থ "খ্রীষ্ট।"

42আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যোহনের ছেলে শিমোন, তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" "কৈফা" কথাটির অর্থ "পিতর"।

43পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে তিনি ফিলিপের দেখা পেয়ে তাঁকে বললেন, "আমায় অনুসরণ কর।" 44আন্দ্রিয় ও পিতর যে অঞ্চলে থাকতেন ফিলিপ ছিলেন, সেই বৈৎসৈদার লোক।
45ফিলিপ এবার নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আমরা এমন একজনের দেখা পেয়েছি যার কথা মোশি ও ভাববাদীরা বিধি-ব্যবস্থায় লিখে রেখে গেছেন। তিনি নাসরৎ নিবাসী যোষেফের ছেলে যীশু।"

46নথনেল তাঁকে বললেন, "নাসরৎ! নাসরৎ থেকে কি ভাল কিছু আসতে পারে?"

ফিলিপ বললেন, "এস দেখে যাও।"

47যীশু দেখলেন নথনেল তাঁর দিকে আসছেন। তখন তিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, "এই দেখ একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে কোন ছলনা নেই।"

48নথনেল তাঁকে বললেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?"

এর উত্তরে যীশু বললেন, "ফিলিপ আমার সম্পর্কে তোমায় বলার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের তলায় বসেছিলে, আমি তখনই তোমায় দেখেছিলাম।"

49নথনেল বললেন, "রব্বি (গুরু), আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।"

50যীশু উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে ডুমুর গাছের তলায় দেখেছিলাম বলেই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে। এর চেয়েও আরো অনেক মহৎ জিনিস তুমি দেখতে পাবে!" 51পরে যীশু তাঁকে আরও বললেন, "সত্যি, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি। তোমরা একদিন দেখবে স্বর্গ খুলে গেছে, আর 'ঈশ্বরের দূতেরা' মানবপুত্রের ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছেন আর নেমে আসছেন।"*

কান্না নগরে বিবাহ

2 তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে একটা বিয়ে হচ্ছিল এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন। 2সেই বিয়ে বাড়িতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।
3যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এদের আর দ্রাক্ষারস নেই।"

4যীশু বললেন, "হে নারী তুমি আমায় কেন বলছ কি করা উচিত? আমার সময় এখনও আসেনি।"

5তাঁর মা চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তোমরা তাই কর।"

6ইহুদী ধর্মের রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত-পা ধোয়ার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছ'টা জলের জালা বসানো ছিল। এই জালাগুলির প্রতিটিতে আশি থেকে একশ লিটার জল ধরত।

7যীশু সেই চাকরদের বললেন, "এই জালাগুলিতে জল ভরে আন।" তখন তারা জালাগুলি কানায় কানায় ভরে দিল। 8তারপর যীশু তাদের বললেন, "এর থেকে কিছুটা নিয়ে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" তখন তারা তাই করল।

9জল যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা আস্বাদ করলেন। সেই দ্রাক্ষারস কোথা থেকে এল তা তিনি জানতেন না; কিন্তু যে চাকরেরা জল এনেছিল তারা তা জানত। তারপর তিনি বরকে ডাকলেন। 10তিনি বললেন, "সাধারণত প্রথমে লোকে ভাল দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে আর অতিথিরা যখন মাতাল হয়ে ওঠে তখন তাদের নিম্নমানের দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়, অথচ আমি দেখছি তোমরা ভাল দ্রাক্ষারস এখনও রেখে দিয়েছ।"

11এই প্রথম অলৌকিক চিহ্ন করে গালীলের কান্না

'ঈশ্বরের ... আসছেন' আদি 28:12

নগরে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু মন্দিরে

(মথি 21:12-13; মার্ক 11:15-17; লূক 19:45-46)

12পরে তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের সঙ্গে
কফরনাহুম শহরে গেলেন। সেখানে তাঁরা অল্প কিছু
দিন থাকলেন। 13ইহুদীদের নিস্তারপর্ব পালনের সময়
এগিয়ে এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 14তিনি
দেখলেন মন্দিরের মধ্যে লোকেরা গরু, ভেড়া ও পায়রা
বিক্রি করছে; আর পোদ্দাররা বসে আছে, এরা লোকের
টাকা নিয়ে বদল ও ব্যবসা করত। 15তখন তিনি কিছু
দড়ি দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করে তা দিয়ে গরু,
ভেড়া সমেত এই সব লোকদের মন্দির চত্বর থেকে
বের করে দিলেন; আর পোদ্দারদের টাকা পয়সা সব
ছড়িয়ে টেবিল উল্টিয়ে দিলেন। 16যারা পায়রা বিক্রি
করছিল তাদের বললেন, "এখান থেকে এসব নিয়ে
যাও! আমার পিতার এই গৃহকে বাজারে পরিণত কোরো
না!"

17তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে:

"তোমার গৃহের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস
করবে।" *গীতসংহিতা 69:9*

18ইহুদীরা তখন এর জবাবে তাঁকে বলল, "তোমার
যে এসব করার অধিকার আছে তার প্রমাণস্বরূপ কি
কোন অলৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?"

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই
মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে একে
আবার গড়ে তুলব।"

20তখন ইহুদীরা বলল, "এই মন্দির নির্মাণ করতে
ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল; আর তুমি কিনা তিন দিনের
মধ্যে এটা গড়ে তুলবে?"

21কিন্তু যে মন্দিরের কথা তিনি বলছিলেন তা হচ্ছে
তাঁর দেহ। 22যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে তিনি এই
কথাই বলেছিলেন, তখন তাঁরা যীশুর বিষয়ে শাস্ত্রের
কথা ও যীশুর বাক্যে বিশ্বাস করলেন।

23নিস্তারপর্বের জন্য যীশু যখন জেরুশালেমে ছিলেন,
তখন বহুলোক তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, কারণ যীশু
সেখানে যেসব অলৌকিক চিহ্নকার্য করছিলেন তা তারা
দেখল।

24কিন্তু যীশু নিজে তাদের ওপর কোন আস্থা রাখেন
নি, কারণ তিনি এই সব লোকদের ভালভাবেই জানতেন।

25কোন লোকের কাছ থেকে মানুষের সম্বন্ধে কিছু
জানার তাঁর প্রয়োজন ছিল না, কারণ মানুষের অন্তরে
কি আছে তিনি তা জানতেন।

যীশু ও নীকদীম

3 ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে একজন লোক
ছিলেন। তিনি ইহুদী সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।
2একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "রব্বি
(গুরু), আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক, ঈশ্বরের
কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বর সহায় না হলে কেউ কি
ঐরূপ অলৌকিক কাজ করতে পারে, যা আপনি
করছেন?"

3এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, নতুন জন্ম না হলে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের
রাজ্য দেখতে পাবে না।"

4নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে
কেমন করে তার আবার নতুন জন্ম হতে পারে? সে
নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে আবার
জন্মাতে পারে না!"

5যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যদি কোন লোক জল ও আত্মা থেকে না জন্মায়, তবে
সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6শরীর
থেকেই শরীরের জন্ম হয় আর আত্মা থেকে জন্ম হয়
আধ্যাত্মিকতার। 7আমি তোমাকে যা বললাম, তাতে
আশ্চর্য হয়ো না, 'তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া অবশ্যই
দরকার।' 8বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বয় আর তুমি
তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে আর
কোথায় বা তা বয়ে যায় তুমি তা জানো না। আত্মা
থেকে যাদের জন্ম হয় তাদের সকলের বেলাও সেইরকম
হয়।"

9এর উত্তরে নীকদীম তাঁকে বললেন, "এটা কেমন
করে হতে পারে?"

10তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি ইস্রায়েলীয়দের
একজন গুরুত্বপূর্ণ গুরু; আর তুমি এটা জানো না?
11যা সত্য আমি তোমাকে তাই বলছি, আমরা যা জানি
তাই বলি, আমরা যা দেখেছি সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দিই;
কিন্তু আমরা যা বলি কেন তোমরা তা গ্রহণ করো না।
12আমি তোমাদের কাছে পার্থিব বিষয়ের কথা বললে
তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, তবে আমি স্বর্গীয় বিষয়ে
কোন কথা বললে তোমরা তা কেমন করে বিশ্বাস
করবে? 13যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই মানবপুত্র
ছাড়া কেউ কখনও স্বর্গে ওঠেনি।

14"মরুভূমির মধ্যে মোশি যেমন সাপকে উঁচুতে
তুলেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকে অবশ্যই উঁচুতে ওঠানো
হবে। 15সুতরাং যে কেউ মানবপুত্রকে বিশ্বাস করে সেই
অনন্ত জীবন পায়।"

16কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন যে
তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের
ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং
অনন্ত জীবন লাভ করে। 17ঈশ্বর জগতকে দোষী সাব্যস্ত
করার জন্য তাঁর পুত্রকে এজগতে পাঠাননি, বরং জগত
যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় এইজন্য ঈশ্বর তাঁর
পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

18যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিচারপ্রাপ্ত হয়
না। কিন্তু যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না, সে দোষী
সাব্যস্ত হয়, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ওপর
বিশ্বাস করেনি। 19আর এটাই বিচারের ভিত্তি। জগতে

আলো এসেছে, কিন্তু মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে, কারণ তারা মন্দ কাজ করছিল। 20যে কেউ মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে, আর সে আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। 21কিন্তু যে কেউ সত্যের অনুসারী হয় সে আলোর কাছে আসে, যাতে সেই আলোতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার সকল কাজ ঈশ্বরের মাধ্যমে হয়েছে।

যীশু এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহন

22এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যিহূদিয়া প্রদেশে এলেন। তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকতে লাগলেন ও বাপ্তাইজ করতে লাগলেন। 23যোহনও শালীমের নিকট ঐনোন নামক স্থানে বাপ্তাইজ করছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর লোকেরা তাঁর কাছে এসে বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। 24যোহন তখনও কারাগারে বন্দী হননি।

25সেই সময় ইহুদী রীতি অনুসারে শুচি হওয়ার বিষয়ে যোহনের শিষ্যদের সঙ্গে একজন ইহুদীর সঙ্গে তর্ক বাধে। 26পরে তারা যোহনের কাছে এসে বলল, "রব্বি (গুরু), তাঁকে মনে পড়ে যিনি যর্দন নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? তিনি লোকেদের বাপ্তাইজ করছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"

27এর উত্তরে যোহন বললেন, "স্বর্গ থেকে দেওয়া না হলে কেউই কোন কিছু লাভ করতে পারে না। 28তোমরা নিজেরাই শুনেছ যে আমি বলেছিলাম, 'আমি খ্রীষ্ট নই; কিন্তু আমাকে তাঁর আগেই পাঠানো হয়েছে।' 29কনে বরেরই জন্য, কিন্তু বরের বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বরের কথা শোনার জন্য। আর সে যখন বরের গলা শুনতে পায় তখন খুবই আনন্দিত হয়। তাই আজ আমার সেই আনন্দ পূর্ণ হোল। 30তিনি উত্তরোত্তর বড় হবেন, আর আমি অবশ্যই নগণ্য হয়ে যাব।

একজন যিনি স্বর্গ থেকে আসেন

31"একজন যিনি উর্দ্ধ থেকে আসেন তিনি সবার উর্দ্ধে। যে এই জগতের মধ্য থেকে আসে সে জগতের, তাই সে যা কিছু বলে তা জগতের বিষয়ই বলে। যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সবার উপরে। 32তিনি যা দেখেছেন আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন; কিন্তু কেউই তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিতে রাজী নয়। 33যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সে তার দ্বারা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই সত্য, 34কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথাই বলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছেন। 35পিতা তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সব কিছু সঁপে দিয়েছেন।

36যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়; কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার ওপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থাকে।"

শমরীয়ার এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুর কথাবার্তা

4 ফরীশীরা জানতে পারল যে যীশু যোহনের চেয়ে বেশী শিষ্য করছেন ও বাপ্তাইজ করছেন। 2যদিও যীশু নিজে বাপ্তাইজ করছিলেন না, বরং তাঁর শিষ্যরাই তা করছিলেন। 3তারপর তিনি যিহূদিয়া ছেড়ে চলে গেলেন এবং গালীলেই ফিরে গেলেন। 4গালীলে যাবার সময় তাঁকে শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হোল।

5যাকোব তাঁর ছেলে যোষেফকে যে ভূমি দিয়েছিলেন তারই কাছে শমরীয়ার শুখর নামে এক শহরে যীশু গেলেন। 6এখানেই যাকোবের কুয়াটি ছিল, যীশু সেই কুয়ার ধারে এসে বসলেন কারণ তিনি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন বেলা প্রায় দুপুর। 7একজন শমরীয়া স্ত্রীলোক সেখানে জল তুলতে এল। যীশু তাকে বললেন, "আমায় একটু জল খেতে দাও তো।" 8সেই সময় শিষ্যরা শহরে কিছু খাবার কিনতে গিয়েছিল।

9সেই শমরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "একি আপনি একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছ থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন! আমি একজন শমরীয় স্ত্রীলোক!" ইহুদীরা শমরীয়দের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশা করত না।

10এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "তুমি যদি জানতে যে ঈশ্বরের দান কি আর কে তোমার কাছ থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন; তাহলে তুমিই আমার কাছে জল চাইতে আর আমি তোমাকে জীবন্ত জল দিতাম।"

11স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মহাশয়, আপনি কোথা থেকে সেই জীবন্ত জল পাবেন? এই কুয়াটি যথেষ্ট গভীর। জল তোলার কোন পাত্রও আপনার কাছে নেই। 12আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের চেয়ে মহান? তিনি আমাদেরকে এই কুয়াটি দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই এই কুয়ার জল খেতেন এবং তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর পশুপালও এর থেকেই জল পান করত।"

13যীশু তাকে বললেন, "যে কেউ এই জল পান করবে তার আবার পিপাসা পাবে। 14কিন্তু আমি যে জল দিই তা যে পান করবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। সেই জল তার অন্তরে এক প্রস্রবনে পরিণত হয়ে বইতে থাকবে, যা সেই ব্যক্তিকে অনন্ত জীবন দেবে।"

15স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মশায়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আমার আর কখনও পিপাসা না পায় আর জল তুলতে আমায় এখানে আসতে না হয়।"

16তিনি তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

17তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার স্বামী নেই।"

যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ যে তোমার স্বামী নেই। 18তোমার পাঁচ জন স্বামী হয়ে গেছে; আর এখন যে লোকের সঙ্গে তুমি আছ সে তোমার স্বামী নয়, তাই তুমি যা বললে তা সত্যি।"

19সেই স্ত্রীলোকটি তখন তাঁকে বলল, "মহাশয়, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একজন ভাববাদী। 20আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতের ওপর উপাসনা করতেন।

কিন্তু আপনারা, ইহুদীরা বলেন যে জেরুশালেমেই সেই জায়গা যেখানে লোকেদের উপাসনা করতে হবে।"

21যীশু তাকে বললেন, "হে নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর! সময় আসছে যখন তোমরা পিতা ঈশ্বরের উপাসনা এই পাহাড়ে করবে না, জেরুশালেমেও নয়। 22তোমরা শমরীয়রা কি উপাসনা কর তোমরা তা জানো না। আমরা ইহুদীরা কি উপাসনা করি আমরা তা জানি, কারণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসছে। 23সময় আসছে, বলতে কি তা এসে গেছে, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও এইরকম উপাসনাকারীদেরই চান। 24ঈশ্বর আত্মা, যারা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।"

25তখন সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "আমি জানি, মশীহ আসছেন। মশীহকে তারা খ্রীষ্ট বলে। যখন তিনি আসবেন, তখন আমাদেরকে সব কিছু জানাবেন।"

26যীশু তাকে বললেন, "তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে আমিই সেই মশীহ।"

27সেই সময় তাঁর শিষ্যরা ফিরে এলেন। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুকে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না, "আপনি কি চাইছেন?" বা "আপনি কি জন্য ওর সঙ্গে কথা বলছেন?"

28সেই স্ত্রীলোকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল, আর লোকদের বলল, 29"তোমরা এস, একজন লোককে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি আমাকে সে সব বলে দিলেন। তিনিই কি সেই মশীহ নন?"

30তখন লোকেরা শহর থেকে বের হয়ে যীশুর কাছে আসতে লাগল।

31এরই মাঝে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, "রব্বি (গুরু), আপনি কিছু খেয়ে নিন!"

32কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "আমার কাছে এমন খাবার আছে যার কথা তোমরা কিছুই জান না।"

33তখন তাঁর শিষ্যরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "তাহলে কি কেউ তাঁকে কিছু খাবার এনে দিয়েছে?"

34তখন যীশু তাঁদের বললেন, "যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর যে কাজ তিনি আমায় করতে দিয়েছেন তা সম্পন্ন করাই হোল আমার খাবার। 35তোমরা প্রায়ই বলে থাক, 'আর চার মাস বাকী আছে, তারপরই ফসল কাটার সময় হবে।' কিন্তু তোমরা চোখ মেলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মতো সময় হয়েছে। 36যে ফসল কাটছে সে এখনই তার মজুরী পাচ্ছে, আর সে তা করছে অনন্ত জীবন লাভের জন্য। তার ফলে বীজ যে বোনে আর ফসল যে কাটে উভয়েই একই সঙ্গে আনন্দিত হয়। 37এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য যে, 'একজন বীজ বোনে আর অন্যজন কাটে।' 38আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা কোন পরিশ্রম করনি। তার জন্য অন্যেরা খেটেছে আর তোমরা তাদের কাজের ফসল তুলছ।"

39সেই শহরের অনেক শমরীয় তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, কারণ সেই স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছিল, "আমি যা যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।" 40শমরীয়রা তাঁর কাছে এসে যীশুকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল। তখন তিনি দুদিন সেখানে থাকলেন। 41আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

42তারা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, "প্রথমে তোমার কথা শুনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; কিন্তু এখন আমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করেছি ও বুঝতে পেরেছি যে ইনি সত্যিই জগতের উদ্ধারকর্তা।"

এক রাজ-কর্মচারীর ছেলেকে যীশু সুস্থ করলেন

(মথি 8:5-13; লূক 7:1-10)

43দু'দিন পর তিনি সেখান থেকে গালীলে চলে গেলেন। 44কারণ যীশু নিজেই বলেছিলেন যে একজন ভাববাদী কখনও তাঁর নিজের দেশে সম্মান পান না। 45তাই তিনি যখন গালীলে এলেন, গালীলের লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল। জেরুশালেমে নিস্তারপর্বের সময় তিনি যা যা করেছিলেন তা তারা দেখেছিল, কারণ তারাও সেই পর্বের সময় সেখানে গিয়েছিল।

46পরে যীশু আবার গালীলের কান্না নগরে গেলেন। এখানেই তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন। কফরনাহুম শহরে একজন রাজ-কর্মচারীর ছেলে খুবই অসুস্থ ছিল। 47তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তখন যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে মিনতি করে বললেন, তিনি যেন কফরনাহুমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ তার ছেলে তখন মৃত্যুশয্যায় ছিল।

48যীশু তাকে বললেন, "তোমরা কেউই কোন অলৌকিক চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজের নিদর্শন না পেলে আমার উপর বিশ্বাস করবে না।"

49সেই রাজ-কর্মচারী তাঁকে বললেন, "মহাশয়, আমার ছেলেটি মারা যাবার আগে অনুগ্রহ করে আসুন!"

50যীশু তাঁকে বললেন, "বাড়ি যাও, তোমার ছেলে বাঁচল।" যীশু তাঁকে যে কথা বললেন, সে কথা তিনি বিশ্বাস করে বাড়ি চলে গেলেন।

51তিনি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে তাঁর চাকরেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, "আপনার ছেলে ভাল হয়ে গেছে।"

52তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "সে কখন ভাল হয়েছে?"

তারা বলল, "গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়েছে।"

53ছেলেটির বাবা বুঝতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়ই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচল।" তখন

সেই রাজ-কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সকলে যীশুর ওপর বিশ্বাস করলেন।

54যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসার পর যীশু এই দ্বিতীয়বার অলৌকিক কাজ করলেন।

পুকুরপাড়ে এক পঙ্গুকে যীশু আরোগ্য দান করলেন

5 এরপর ইহুদীদের এক বিশেষ পর্বের সময় এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 2জেরুশালেমে মেষ-ফটকের কাছে একটা পুকুর ছিল। ইব্রীয়তে সেই পুকুরটিকে "বৈথেস্দা" বলত। এই পুকুরটির পাঁচটা চাঁদনী ঘাট ছিল; 3ঘাটের সেইসব চাতালে অনেক অসুস্থ লোক শুয়ে থাকত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ, কেউ কেউ খোঁড়া, এমনকি পঙ্গু রোগীও থাকত।* 5সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। 6যীশু তাকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি জানতেন যে সে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছে। যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?"

7সেই অসুস্থ লোকটি বলল, "মহাশয় আমার এমন কোন লোক নেই, জল কেঁপে ওঠার সময় যে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে। আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই কেউ না কেউ আমার আগে পুকুরে নেমে পড়ে।"

8যীশু তাকে বললেন, "ওঠ! তোমার বিছানা গুটিয়ে নাও, হেঁটে বেড়াও।" 9লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেল, আর তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকল।

এঘটনা বিশ্রামবারে ঘটল, 10তাই যে লোকটি আরোগ্য লাভ করেছিল তাকে ইহুদীরা বলল, "আজ বিশ্রামবার, এভাবে তোমার বিছানা বয়ে বেড়ানো বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে।"

11সে তখন তাদের বলল, "যিনি আমাকে সারিয়ে তুলেছেন তিনি বলেছিলেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।'"

12তারা সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমাকে বলেছে যে তোমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে বেড়াও?"

13কিন্তু যে লোকটি আরোগ্যলাভ করেছিল সে জানত না, তিনি কে। কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভিড় করেছিল, এবং যীশু সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

14পরে যীশু মন্দিরের মধ্যে সেই লোকটিকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, "দেখ, তুমি এখন সুস্থ হয়ে গেছ; আর পাপ কোরো না, যাতে তোমার আরও খারাপ কিছু না হয়!"

15এরপর সেই লোকটি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বলল যে, যীশুই তাকে আরোগ্য দান করেছেন।

16আর এই কারণেই ইহুদীরা যীশুকে নির্যাতন করতে শুরু করল; কারণ তিনি বিশ্রামবারে এইসব কাজ করছিলেন। 17তখন যীশু তাদের বললেন, "আমার পিতা সব সময় কাজ করে চলেছেন, তাই আমিও কাজ করি।"

18তখন ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করার জন্য আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা বলল, "তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কাজ করছিলেন তাই নয়; তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর এইভাবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন!"

ঈশ্বরের ক্ষমতা যীশুর আছে

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন। পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন। 20পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, আর পিতা যা কিছু করেন তা পুত্রকে দেখান আর এর থেকে আরো মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে তিনি দেখাবেন, তখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। 21পিতা মৃতদের জীবন দান করে উঠান, তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। 22পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তিনি পুত্রকে দিয়েছেন। 23যাতে পিতাকে যেমন সমস্ত লোক সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে পিতাকেও সম্মান করে না, কারণ পিতাই সেইজন যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

24"আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যে কেউ আমার কথা শোনে, আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 25আমি তোমাদের সত্যি বলছি সময় আসছে; বলতে কি এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে, আর যারা শুনবে তারা বাঁচবে। 26পিতার নিজের যেমন জীবন দান করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক তেমনই তিনি তাঁর পুত্রকেও জীবন দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 27এবং পিতা সেই পুত্রের হাতেই সমস্ত বিচারের অধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র। 28এই কথা শুনে তোমরা অবাক হয়ো না, কারণ সময় আসছে, যারা কবরের মধ্যে আছে তারা সবাই মানবপুত্রের রব শুনবে। 29তারপর তারা তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। যারা সৎকর্ম করেছে তারা উত্থিত হবে ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছিল তারা পুনরুত্থিত হবে এবং দোষী বলে বিবেচিত হবে।

যীশু ইহুদীদের সাথে কথা বলতে থাকলেন

30"আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি (ঈশ্বরের কাছ থেকে) যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায্য, কারণ আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি না, বরং যিনি (ঈশ্বর)

পদ 3 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 3 এবং 4 যুক্ত করা হয়েছে: "তারা জল কেঁপে ওঠার অপেক্ষায় থাকত," 4 কারণ বিশেষ বিশেষ সময় প্রভুর এক দূত ঐ পুকুরে নেমে এসে জল আলোড়িত করতেন। আর ঐ জলকম্পের পরেই প্রথমে যে জলে নামতে পারত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত।"

আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছাপূরণ করার চেষ্টা করি।

31"আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হবে না। 32অন্য একজন আছেন যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং আমি জানি যে সাক্ষ্যই তিনি দেন না কেন তা সত্য।

33"তোমরা সকলেই যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34কিন্তু আমি কোন মানুষের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করি না। তবু আমি এসব কথা বলছি, যাতে তোমরা উদ্ধার পেতে পার। 35যোহন ছিলেন সেই প্রদীপের মতো যা জ্বলে এবং আলো দেয়; আর তোমরা কিছু সময়ের জন্য তার সেই আলো উপভোগ করে আনন্দিত হয়েছিলে।

36"কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য থেকে আরো বড় সাক্ষ্য আমার আছে; কারণ পিতা যে সব কাজ আমায় করতে দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর তাই প্রমাণ করছে যে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন। 37পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এমনকি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, তোমরা কেউই কখনও তাঁর রব শোননি, তাঁর আকারও দেখনি। 38আর তাঁর শিক্ষাও তোমাদের অন্তরে নেই, কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো না।

39তোমরা সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রগুলি পড়, কারণ তোমরা মনে করো সেগুলির মধ্য দিয়েই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে আর সেই শাস্ত্রগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে! 40তবু তোমরা সেই জীবন লাভ করতে আমার কাছে আসতে চাও না।

41"মানুষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। 42আমি তোমাদের সকলকেই জানি, আর এও জানি যে তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসো না। 43আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু তোমরা আমায় গ্রহণ করো না; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তাকে তোমরা গ্রহণ করবে। 44তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারো? তোমরা তো একজন অন্য জনের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে চাও। আর যে প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তার খোঁজ তোমরা করো না। 45মনে করো না যে আমিই সেই ব্যক্তি যে পিতার কাছে তোমাদের ওপর দোষারোপ করব। তোমাদের সাহায্য করবেন বলে যে মোশির উপর তোমরা আশা রাখো তিনিই তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। 46তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ মোশি তো আমার বিষয়েই লিখেছেন। 47তোমরা যখন মোশির লেখায় বিশ্বাস করো না, তখন আমি যা বলি তা কেমন করে বিশ্বাস করবে?"

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17)

6 এরপর যীশু গালীল হ্রদের অপর পারে গেলেন, এই হ্রদকে তিবিরিয়াও বলে। 2বহু লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল, কারণ রোগীদের সুস্থ করতে তিনি যে সব অলৌকিক চিহ্ন করতেন তা তারা দেখেছিল। 3যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা পাহাড়ের উপরে গিয়ে সেখানে বসলেন। 4সেই সময় ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল।

5যীশু যখন দেখলেন বহু লোক তাঁর কাছে আসছে তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, "এই লোকেদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পাব?" 6যীশু তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যই একথা বললেন, কারণ যীশু কি করবেন তা তিনি আগেই জানতেন।

7ফিলিপ যীশুকে বললেন, "প্রত্যেকের হাতে এক টুকরো করে রুটি দিতে গেলে সারা মাসের রোজগারে রুটি কিনলেও তা যথেষ্ট হবে না।"

8যীশুর শিষ্যদের মধ্যে আর একজন, যার নাম আন্দ্রিয়, ইনি শিমোন পিতরের ভাই, তিনি যীশুকে বললেন, 9"এখানে একটা ছোট ছেলে আছে, যার কাছে যবের পাঁচটা রুটি আর ছোট্ট দুটো মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের জন্য নিশ্চয়ই সেগুলি যথেষ্ট হবে না।"

10যীশু বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তখন সব লোকেরা বসে গেল। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। 11এরপর যীশু সেই রুটি ক'খানা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা সেখানে বসেছিল তাদের সেগুলি ভাগ করে দিলেন। আর তিনি মাছও ভাগ করে দিলেন। যে যত চাইল তত পেল।

12তারা পরিতৃপ্ত হলে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যে সব টুকরো-টাকরা পড়ে আছে তা জড়ো কর; যেন কোন কিছু নষ্ট না হয়।"

13তখন তাঁরা সে সব জড়ো করলেন, লোকেরা খাবার পরে যবের সেই পাঁচ খানা রুটির টুকরো-টাকরা যা পড়ে ছিল শিষ্যেরা তা জড়ো করলে বারো টুকরী ভর্তি হয়ে গেল।

14লোকেরা যীশুকে এই অলৌকিক চিহ্ন করতে দেখে বলতে লাগল, "জগতে যাঁর আগমনের কথা আছে ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।"

15এতে যীশু বুঝলেন লোকেরা তাঁকে রাজা করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি তাদের ছেড়ে একাই সেই পাহাড়ে উঠে গেলেন।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-27; মার্ক 6:45-52)

16সন্ধ্যা হলে যীশুর শিষ্যরা হ্রদের ধারে নেমে গেলেন। 17তাঁরা একটা নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে কফরনাহুমের দিকে যেতে থাকলেন। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আর যীশু তখনও তাদের কাছে আসেননি। 18আর খুব জোরে ঝোড়ো বাতাস বইছিল, ফলে হ্রদে বড় বড় ঢেউ উঠছিল।

19এরই মধ্যে তিন চার মাইল নৌকা বেয়ে যাবার পর যীশুর শিষ্যরা দেখলেন, যীশু জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। তিনি যখন নৌকার কাছাকাছি এলেন, তখন শিষ্যরা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। 20কিন্তু তিনি

তাঁদের বললেন, "এই যে আমি; ভয় পেও না।" 21তখন তাঁরা খুশী হয়ে যীশুকে নৌকাতে তুলে নিলেন। আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে গেল।

লোকেরা যীশুকে খুঁজতে লাগল

22হ্রদের অপর পারে যে জনতা ছিল, পরের দিন তারা বুঝতে পারল যে কেবলমাত্র একটা নৌকাই সেখানে ছিল আর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাতে ওঠেননি। তাঁর শিষ্যরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন। 23কিন্তু যেখানে প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল, সেইখানে তখন তিবিরিয়া থেকে কয়েকটা নৌকা এল। 24কিন্তু যখন লোকেরা দেখল যে যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন তারা নৌকায় চড়ে যীশুর খোঁজে কফরনাহূমে চলে গেল।

যীশুই আমাদের জীবন রুটি

25তারা হ্রদের অপর পারে যীশুকে দেখতে পেয়ে বলল, "গুরু, আপনি এখানে কখন এসেছেন?"

26এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা অলৌকিক চিহ্ন দেখেছ বলে যে আমার খোঁজ করছ তা নয়; কিন্তু তোমরা রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই আমার খোঁজ করছ। 27খাদ্যের মতো নশ্বর বস্তুর জন্য কাজ কোরো না; কিন্তু যে খাদ্য প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান করে, তার জন্য কাজ কর; যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন। কারণ পিতা ঈশ্বর তোমাদের দেখিয়েছেন যে তিনি মানবপুত্রের সঙ্গেই আছেন।"

28তারা তাঁকে বলল, "ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"

29এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস কর। এই হোল ঈশ্বরের কাজ।"

30তারা তাঁকে বলল, "আপনি কি এমন অলৌকিক কাজ করছেন, যা দেখে আমরা জানতে পারব যে আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ও আপনার ওপর বিশ্বাস করব? 31আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে: 'তিনি তাদের খাবার জন্য স্বর্গ থেকে রুটি দিলেন।"'*

32তখন যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; মোশি স্বর্গ থেকে সেই রুটি তোমাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যিকারের রুটি তোমাদের দেন। 33স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি জগত সংসারে জীবন দান করেন তিনিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।"

34তারা তাঁকে বলল, "মহাশয়, সেই রুটি সব সময় আমাদের দিন।"

35যীশু তাদের বললেন, "আমিই সেই রুটি যা জীবন দান করে। যে কেউ আমার কাছে আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, আর যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস করে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। 36কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমায় দেখেছ অথচ আমায় বিশ্বাস কর না। 37পিতা আমাকে যাদের দেন, তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে আসবে। আর যারা আমার কাছে আসে, আমি তাদের কখনই ফিরিয়ে দেব না। 38কারণ আমি আমার খুশী মত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে আসিনি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছি। 39যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে যাদের তিনি আমায় দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই; বরং শেষ দিনে যেন তাদের সকলকে আমি উঠাই। 40আমার পিতা এই চান, যে কেউ তাঁর পুত্রকে দেখে ও তাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে; আর আমিই তাকে শেষ দিনে উঠাব।"

41তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পর্কে গুঞ্জন শুরু করল, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।" 42তারা বলল, "তিনি কি যোষেফের ছেলে নন? আমরা কি এর বাবা মাকে চিনি না? তাহলে এখন কেমন করে তিনি বলছেন, 'আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি'?"

43এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "নিজেদের মধ্যে ওসব বচসা বন্ধ কর। 44যিনি আমায় পাঠিয়েছেন সেই পিতা না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না; আর আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। 45ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে: 'তারা সকলেই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা লাভ করবে।'* যে কেউ পিতার কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সেই আমার কাছে আসে। 46আমি বলছি না যে, কেউ পিতাকে দেখেছেন। কেবলমাত্র যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন। 47আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করেছে সেই অনন্ত জীবন পেয়েছে। 48আমিই সেই রুটি যা জীবন দেয়। 49তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, কিন্তু তবু তারা মারা গিয়েছিল। 50এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে; আর কেউ যদি তা খায়, তবে সে মরবে না। 51আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি আমি দেব তা হোল আমার দেহের মাংস। তা আমি দিই যাতে জগত জীবন পায়।"

52এই কথা শুনে ইহুদীদের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। তারা বলতে লাগল, "এই লোকটা কেমন করে তার দেহের মাংস আমাদের খেতে দিতে পারে?"

53যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি; তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই। 54যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন পায়, আর শেষ দিনে আমি তাকে উঠাবো। 55আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্তই

'তিনি ... দিলেন' গীত 78:24

'তারা ... করবে' যিশ 54:13

প্রকৃত পানীয়। 56যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমিও তার মধ্যে থাকি। 57যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর পিতার জন্য আমি জীবিত আছি, ঠিক সেরকম যে আমাকে খায় সে আমার দরুণ জীবিত থাকবে। 58এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল। এটা তেমন রুটি নয় যা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা খেয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও পরে তারা সকলে মারা গিয়েছিল। এই রুটি যে খায় সে চিরজীবি হবে।" 59কফরনাহূমের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এই সব কথা বললেন।

অনন্ত জীবনের বাক্যসকল

60যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁর এই কথা শুনে বলল, "এ বড়ই কঠিন কথা; কে এ গ্রহণ করতে পারে?"

61যীশু অন্তরে জানতে পারলেন যে তাঁর শিষ্যরা এই বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। তাই তিনি তাদের বললেন, "এই শিক্ষায় কি তোমরা ধাক্কা পেয়েছ? 62তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন উর্দ্ধে সেখানে তাঁকে ফিরে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? 63আত্মাই জীবন দান করে, রক্ত মাংসের শরীর কোন উপকারে আসে না। আমি তোমাদের সকলকে যে সব কথা বলেছি তা হল আধ্যাত্মিক আর তাই জীবন দান করে। 64কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে না।" কারণ যীশু শুরু থেকেই জানতেন কে কে তাঁকে বিশ্বাস করে না, আর কেই বা তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে।

65তাই তিনি বললেন, "এজন্য আমি তোমাদের বলেছি, 'পিতা ইচ্ছা না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।'"

66এই কারণেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে চলাফেরা বন্ধ করে দিল।

67তখন যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে বললেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাইছ?"

68শিমোন পিতর বললেন, "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছে সেই বাণী আছে যা অনন্ত জীবন দান করে। 69আমরা বিশ্বাস করি ও জানি যে আপনিই সেই পবিত্র একজন, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।"

70এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি কি তোমাদের বারোজনকে মনোনীত করিনি? তবু তোমাদের মধ্যে একজন দিয়াবল আছে।"

71তিনি শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে যিহূদার বিষয়ে বলছিলেন, কারণ যিহূদা সেই বারো জনের মধ্যে একজন হলেও পরে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।

যীশু ও তাঁর ভাইরা

7 এরপর যীশু গালীলের চারদিকে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি যিহূদিয়ায় ভ্রমণ করতে চাইলেন না, কারণ ইহুদীরা তাঁকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছিল। 2এই সময় ইহুদীদের কুটিরবাস পর্ব* এগিয়ে আসছিল। 3তখন তাঁর ভাইরা তাঁকে বলল, "তুমি এই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়াতে ঐ উৎসবে যাও; যাতে তুমি যে সব অলৌকিক কাজ করছ তা তোমার শিষ্যরাও দেখতে পায়। 4কারণ কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজেকে তুলে ধরতে চায় তবে সে নিশ্চয়ই তার কাজ গোপন করবে না। তুমি যখন এত সব মহৎ কাজ করছ তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর। যেন সবাই তা দেখতে পায়।" 5তাঁর ভাইরাও তাঁর ওপর বিশ্বাস করত না। 6যীশু তাঁর ভাইদের বললেন, "আমার নিরূপিত সময় এখনও আসেনি; কিন্তু তোমাদের যাওয়ার জন্য যে কোন সময় সঠিক; এখনই তোমরা যেতে পার। 7জগত সংসার তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। কারণ পৃথিবীর লোকেরা, যারা মন্দ কাজ করে, সেই সব লোকেদের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিই। 8তোমরা পর্বে যাও, আমি এখন এই উৎসবে যাচ্ছি না, কারণ আমার নিরূপিত সময় এখনও আসে নি।" 9এই কথা বলার পর তিনি গালীলেই রয়ে গেলেন।

10তাঁর ভাইরা উৎসবে চলে গেল, পরে তিনিও সেখানে গেলেন; কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে সেই পর্বে না গিয়ে গোপনে সেখানে গেলেন। 11ইহুদী নেতারা উৎসবে এসে তাঁর খোঁজ করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "সেই লোকটা গেল কোথায়?"

12আর জনতার মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "আরে তিনি খুব ভালো লোক।" কিন্তু আবার কেউ কেউ বলল, "না, না, ও লোকদের ঠকাচ্ছে।" 13কিন্তু ইহুদী নেতাদের ভয়ে তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাইল না।

জেরুশালেমে যীশুর শিক্ষা

14পর্বের আধা-আধি সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়ে লোকদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15ইহুদীরা এতে খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "এই লোক কোন কিছু অধ্যয়ন না করেই কিভাবে এত সব জ্ঞান লাভ করল?"

16এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি যা শিক্ষা দিই তা আমার নিজস্ব নয়। যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এসব সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। 17যদি কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায় তাহলে সে জানবে আমি যা শিক্ষা দিই তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজের থেকে এসব কথা বলছি। 18যদি কেউ নিজের ভাবনার কথা নিজেই বলে, তাহলে সে নিজেই নিজেকে সম্মানিত করতে চায়; কিন্তু যে তার প্রেরণ কর্তার গৌরব চায়, সেই লোক সত্যবাদী, তার মধ্যে কোন অসাধুতা নেই। 19মোশি কি তোমাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা দেননি? কিন্তু তোমরা কেউই সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাইছ?"

কুটিরবাস পর্ব এই উৎসব প্রতি বছর সারা সপ্তাহব্যাপী পালন করা হোত। পর্বের সময় ইহুদীরা তাঁবুতে বাস করত এবং মোশির সময়ে 40 বছর ধরে মরুভূমিতে ঘোরাফেরার কথা স্মরণ করত।

20জনতা উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে তোমাকে হত্যা করতে চাইছে?"

21এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি একটা অলৌকিক কাজ করেছি, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছ। 22মোশিও তোমাদের সুন্নতের বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। যদিও মূলতঃ সেই বিধি-ব্যবস্থা মোশির নয় কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা প্রাচীন পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে। আর তোমরা এমন কি বিশ্রামবারেও শিশুদের সুন্নত করে থাকো। 23মোশির বিধি-ব্যবস্থা যেন লঙ্ঘন করা না হয়, এই যুক্তিতে বিশ্রামবারেও যদি কোন মানুষের সুন্নত করা চলে; তাহলে আমি বিশ্রামবারে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে তোমরা আমার ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছ কেন? 24বাহ্যিকভাবে কোন কিছু দেখেই তার বিচার কোর না। যা সঠিক সেই হিসাবেই ন্যায় বিচার কর।"

লোকেরা সংশয়গ্রস্ত যীশুই কি খ্রীষ্ট?

25তখন জেরুশালেমের লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোককেই না ইহুদী নেতারা হত্যা করতে চাইছে? 26কিন্তু দেখ! এ তো প্রকাশ্যেই শিক্ষা দিচ্ছে; কিন্তু তারা তো এঁকে কিছুই বলছে না। এটা কি হতে পারে যে নেতারা সত্যিই জানে যে, ইনি সেই খ্রীষ্ট? 27আমরা জানি ইনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু মশীহ যখন আসবেন তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"

28তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে দিতে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "তোমরা আমায় জান, আর আমি কোথা থেকে এসেছি তাও তোমরা জান। তবু বলছি, আমি নিজের থেকে আসিনি, তবে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য; আর তোমরা তাঁকে জান না। 29কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি।"

30তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তবু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল না, কারণ তখনও তাঁর সময় আসেনি। 31কিন্তু সেই জনতার মধ্যে থেকে অনেকেই তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; আর বলল, "মশীহ এসে কি তাঁর চেয়েও বেশী অলৌকিক চিহ্ন করবেন?"

ইহুদীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করল

32ফরীশীরা শুনল যে সাধারণ লোক যীশুর বিষয়ে চুপি চুপি এই সব আলোচনা করছে। তখন প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা যীশুকে ধরে আনবার জন্য মন্দিরের কয়েকজন পদাতিককে পাঠাল। 33তখন যীশু বললেন, "আমি আর অল্প কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে আছি; তারপর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ফিরে যাব। 34তোমরা আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমার খোঁজ পাবে না, কারণ আমি যেখানে থাকব তোমরা সেখানে আসতে পারো না।"

35ইহুদী নেতারা তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "সে এখন কোথায় যাবে যে আমরা ওকে খুঁজলেও পাব না? গ্রীকদের শহরে যে সব ইহুদীরা বসবাস করছে, ও কি তাদের কাছে যাবে আর সেখানে গিয়ে গ্রীকদের কাছে শিক্ষা দেবে? নিশ্চয়ই নয়। 36ও যে কথা বলল তার মানে কি যে, 'তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু আমায় পাবে না।' আর 'আমি যেখানে যাব, তোমরা সেখানে আসতে পার না?"

যীশু পবিত্র আত্মার বিষয়ে বললেন

37পর্বের শেষ দিন, যে দিনটি বিশেষ দিন, সেই দিন যীশু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কারোর যদি পিপাসা পেয়ে থাকে তবে সে আমার কাছে এসে পান করুক।

38শাস্ত্রে এ কথা বলে, যে আমার ওপর বিশ্বাস করে তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইবে।" 39যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা বললেন, "সেই পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয় নি, কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হননি; কিন্তু পরে যারা যীশুকে বিশ্বাস করে তারা সেই আত্মা পাবে।"

যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে তর্ক

40সমবেত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী।"

41অন্যেরা বলল, "ইনি মশীহ (খ্রীষ্ট)।"

এ সত্ত্বেও কেউ কেউ বলল, "খ্রীষ্ট গালীলী থেকে আসবেন না। 42শাস্ত্রে কি একথা লেখা নেই যে খ্রীষ্টকে দায়ূদের বংশধর হতে হবে; আর দায়ূদ যে বৈৎলেহম শহরে থাকতেন, তিনি সেখান থেকে আসবেন?" 43তাঁর জন্য এইভাবে লোকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হোল। 44কেউ কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল; কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল না।

ইহুদী নেতাদের অবিশ্বাস

45তখন মন্দিরের সেই পদাতিকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা মন্দিরের সেই পদাতিককে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তাঁকে ধরে আনলে না কেন?"

46পদাতিকরা বলল, "উনি যে সব কথা বলছিলেন কোন মানুষ কখনও সেই ধরণের কথা বলেনি!"

47তখন ফরীশীরা বললেন, "তাহলে তোমরাও কি ঠকে গেলে? 48ফরীশী বা নেতাদের মধ্যে এমন কেউ কি ছিলেন যিনি তাঁর ওপর বিশ্বাস করেছেন? 49কিন্তু এইসব লোকেরা বিধি-ব্যবস্থার কিছুই জানে না। তারা অভিশপ্ত এবং ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত!"

50তখন এই নেতাদের একজন, নীকদীম তাঁদের বললেন, এই নীকদীম ফরীশীদেরই মধ্যে একজন, ইনি আগে একবার যীশুর কাছে গিয়েছিলেন।

51"কোন ব্যক্তির কথা না শুনে আমরা আমাদের বিধি-ব্যবস্থায় তার বিচার করতে পারি না। সে কি

করেছে তা না জেনে আমরা তার বিচার করতে পারি না।"

52এর উত্তরে তারা তাকে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই গালীলী থেকে আসোনি। তাই না? শাস্ত্র পড়ে দেখো তাহলে জানবে যে গালীলী থেকে কোন ভাববাদীর আবির্ভাব হয়নি।"

(কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে যোহন 7:53-8:11 পদ পাওয়া যায় না)

ব্যভিচারিণীর বিচার

53এরপর ইহুদী নেতারা সেখান থেকে যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

8 এরপর যীশু সেখান থেকে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন। 2খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে ফিরে গেলে লোকেরা আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল, তখন তিনি সেখানে বসে তাদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। 3সেই সময় ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা, ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই স্ত্রীলোককে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল, 4"গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচার করার সময় হাতে নাতেই ধরা পড়েছে। 5বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মোশি আমাদের বলছেন, এই ধরণের স্ত্রীলোককে যেন আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি বলবেন?" 6তাঁকে পরীক্ষা করার ছলেই তারা একথা বলছিল, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তারা খুঁজে পায়। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। 7কিন্তু ইহুদী নেতারা যখন বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই প্রথম একে পাথর মারুক।" 8এরপর তিনি আবার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

9তারা ঐ কথা শোনার পর বুড়ো লোক থেকে শুরু করে সকলে এক এক করে সেখান থেকে চলে গেল। কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 10তখন যীশু মাথা তুলে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "হে নারী, তারা সব কোথায়? কেউ কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করল না?"

11স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "কেউ করেনি, মহাশয়।"

তখন যীশু বললেন, "আমিও তোমায় দোষী করছি না; যাও, এখন থেকে আর পাপ কোরো না।"

যীশুই জগতের আলো

12এরপর যীশু আবার লোকদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন, "আমিই জগতের আলো। যে কেউ আমার অনুসারী হয় সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না; কিন্তু সেই আলো পাবে যা জীবন দেয়।"

13তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, "তুমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না।"

14এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি যদি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, তবু আমার সাক্ষ্য সত্য, কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায় বা যাচ্ছি; কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা জানো না। 15মানুষের বিচারবোধের মাপকাঠিতে তোমরা আমার বিচার করছ। আমি কারো বিচার করি না। 16কিন্তু আমি যদি বিচার করি, তবে আমার বিচার সত্য, কারণ আমি একা নই। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। 17তোমাদের নিয়মে লেখা আছে, যখন দুই ব্যক্তি একই সাক্ষ্য দেয় তখন তা সত্যি। 18আমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই। আর পিতা, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।"

19তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পিতা কোথায়?"

যীশু বললেন, "তোমরা না জানো আমাকে, না জানো আমার পিতাকে। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে।" 20মন্দিরের দানের বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এইসব কথা বললেন। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তখনও তাঁর নিরূপিত হওয়ার সময় আসেনি।

ইহুদীরা যীশুর বিষয় বোঝে নি

21তিনি তাদের আর একবার বললেন, "আমি যাচ্ছি, আর তোমরা আমার খোঁজ করবে; কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না।"

22তখন ইহুদীরা বলছিল, "তিনি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন? কেন তিনি বললেন, 'আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না'?"

23যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই নিম্নলোকের, আর আমি উর্দ্ধলোকের। তোমরা এজগতের, আমি এ জগতের নই। 24তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে। তোমরা যদি বিশ্বাস না কর যে আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপে থেকেই মরবে।"

25তখন তারা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

যীশু তাদের বললেন, "আমি যা, তা তো শুরু থেকেই তোমাদের বলে আসছি। 26তোমাদের বিষয়ে বলার ও বিচার করার অনেক কিছুই আমার আছে। যা হোক যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। আর আমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনি, পৃথিবীর মানুষের কাছে তাই বলি।"

27তারা বুঝতে পারে নি যে, তিনি তাদের কাছে পিতার বিষয়ে বলছেন। 28তখন যীশু তাদের বললেন, "যখন তোমরা মানবপুত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে যে আমিই তিনি এবং আমি নিজের থেকে কিছুই করি না। পিতা যেমন আমায় শিখিয়েছেন, আমি সেরকমই বলছি। 29আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে একা ফেলে রাখেননি,

কারণ আমি সব সময় সন্তোষজনক কাজই করি।”
30যীশু যখন এইসব কথা বললেন তখন অনেকেই তাঁর
ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু পাপ থেকে মুক্তি লাভের কথা বললেন

31ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল,
তাদের উদ্দেশ্যে যীশু বললেন, “তোমরা যদি সকলে
আমার শিক্ষা মান্য করে চল তবে তোমরা সকলেই
আমার প্রকৃত শিষ্য। 32তোমরা সত্যকে জানবে, আর
সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে।”

33তারা তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর;
আর আমরা কখনও কারোর দাসে পরিণত হইনি।
আপনি কিভাবে বলছেন যে আমাদের স্বাধীন করা হবে?”

34এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি– যে পাপ করেই চলে, সে পাপের দাস।
35কোন দাস পরিবারের স্থায়ী সদস্য হয়ে থাকতে পারে
না; কিন্তু পুত্র পরিবারে চিরকাল থাকে। 36তাই পুত্র
যদি তোমাদের স্বাধীন করে, তবে তোমরা প্রকৃতই
স্বাধীন হবে। 37আমি জানি তোমরা অব্রাহামের বংশধর;
কিন্তু তোমরা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ, কারণ
তোমরা আমার শিক্ষাগ্রহণ করো না। 38আমি আমার
পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলে থাকি,
আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছ তাই তো করে থাক।”

39এর জবাবে তারা তাঁকে বলল, “আমাদের পিতা
অব্রাহাম।”

যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যদি অব্রাহামের
সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছেন তোমরাও
তাই করতে; 40কিন্তু এখন তোমরা আমায় হত্যা করতে
চাইছ। আমি সেই লোক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য
শুনেছি এবং তোমাদের তা বলেছি। অব্রাহাম তো এরকম
কাজ করেননি। 41তোমাদের পিতা যে কাজ করে,
তোমরা তাই করো।”

তখন তারা তাঁকে বলল, “আমরা জারজ সন্তান
নই। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের একমাত্র পিতা।”

42যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা
হতেন, তাহলে তোমরা আমায় ভালবাসতে, কারণ আমি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আর এখন তোমাদের মাঝে
এখানে আছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, ঈশ্বর আমায়
পাঠিয়েছেন। 43আমি যা বলি, তোমরা তা বুঝতে
পারো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করো না।
44দিয়াবল তোমাদের পিতা এবং তোমরা তার পুত্র।
তোমরা তোমাদের পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চাও।
দিয়াবল শুরু থেকেই খুনী; আর সত্যের পক্ষে সে
কখনও দাঁড়ায়নি, কারণ তার মধ্যে তো সত্যের লেশমাত্র
নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই
তার মধ্য থেকে তা বের হয়, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও
মিথ্যার পিতা। 45আমি সত্য বলি বলে তোমরা আমায়
বিশ্বাস করো না। 46তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী
বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন
তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? 47যে ঈশ্বরের লোক, সে
ঈশ্বরের কথা শোনে। আর এই কারণেই তোমরা শুনতে
চাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও।”

যীশু অব্রাহাম এবং নিজের সম্বন্ধে বললেন

48এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, “আমরা কি ঠিক বলিনি
যে তুমি একজন শমরীয়, আর তোমার মধ্যে এক ভূত
রয়েছে?”

49যীশু জবাব দিলেন, “দেখ, আমায় ভূতে গ্রাস
করেনি, বরং আমি আমার পিতাকে সম্মান করি। কিন্তু
তোমরা আমার অসম্মান করেছ। 50আমি নিজের জন্য
সম্মান চাইছি না। একজন আছেন যিনি আমার জন্য
সম্মান চান, তিনিই বিচার করেন। 51আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার শিক্ষা অনুসারে চলে,
সে কখনও মরবে না।”

52ইহুদীরা তাঁকে বলল, “এখন আমরা বুঝেছি যে
তোমায় ভূতে গ্রাস করেছে। অব্রাহাম ও ভাববাদীরা
মারা গেছে আর তুমি বলছ, ‘যদি কেউ আমার শিক্ষা
অনুসারে চলে, তবে সে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।’ 53তুমি
কি মনে কর যে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের
চেয়ে মহান? অব্রাহাম মারা গেছেন; আর ভাববাদীরাও
মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে করছ?”

54এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি যদি নিজেকে
সম্মানিত করি তবে সেই সম্মানের কোন মূল্য নেই।
যিনি আমায় সম্মানিত করেন তিনি আমাদের পিতা,
যাঁর সম্পর্কে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর।”
55আর তোমরা তাঁকে জানো না, কিন্তু আমি তাঁকে
জানি। আমি যদি বলি যে আমি তাঁকে জানিনা, তাহলে
আমি তোমাদেরই মতো মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। কিন্তু
আমি তাঁকে অবশ্যই জানি, আর তিনি যা কিছু বলেন
আমি সে সকল পালন করি। 56তোমাদের পিতৃপুরুষ
অব্রাহাম আমার আগমনের দিন দেখতে পাবেন বলে
খুশী হয়েছিলেন। তিনি সেই দিন দেখে খুশী হয়েছিলেন।”

57তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, “তোমার বয়স এখনও
পঞ্চাশ বছর হয়নি আর তুমি বলছ যে তুমি অব্রাহামকে
দেখেছ!”

58যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি
বলছি। অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি।”
59তখন তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারবার জন্য পাথর
তুলে নিল; কিন্তু যীশু নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন ও
মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন।

একজন জন্মান্ধকে যীশুর আরোগ্যদান

9 যীশু পথে হাঁটছিলেন, সেই সময় তিনি একজন
লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকেই অন্ধ।
2যীশুর অনুগামীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, “গুরু, কার
পাপে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে? এর পাপে অথবা এর
বাবা-মার পাপে?”

3যীশু বললেন, “এই লোকটির বা এর বাবা-মার
পাপের জন্য যে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে তা নয়, বরং এই

ব্যক্তি অন্ধ হয়ে জন্মেছে যাতে আমি যখন তাকে সুস্থ করি, তখন লোকে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখতে পায়। 4যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ আমাদের করে যেতে হবে। যখন রাত আসবে তখন আর কেউ কাজ করতে পারবে না। 5আমি যতক্ষণ এই জগতে আছি, আমিই এই জগতের আলো।"

6এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন। আর মুখের সেই লালা দিয়ে মণ্ড তৈরী করে, তা অন্ধ লোকটির চোখে লাগিয়ে দিলেন। 7এরপর যীশু সেই অন্ধ লোকটিকে বললেন, "শীলোহ সরোবরে গিয়ে ধুয়ে ফেল। ('শীলোহ' অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'।") তখন সে গিয়ে ধুয়ে ফেলল আর দৃষ্টিশক্তি লাভ করে ফিরে এল।

8তখন সেই লোকটির প্রতিবেশীরা ও যারা তাকে ভিক্ষা করতে দেখত তারা বলল, "এ কি সেই লোক নয় যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

9কেউ কেউ বলল, "হ্যাঁ! সেই তো।" আবার অন্যেরা বলল, "না, এই লোকটা তারই মতো দেখতে।" কিন্তু সে বলল, "আমি সেই একই লোক।"

10তখন তারা তাকে বলল, "তুমি কি করে দৃষ্টিশক্তি লাভ করলে?"

11সে এর উত্তরে বলল, "যীশু নামের লোকটি মণ্ড তৈরী করে, আমার চোখে তা লাগিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'শীলোহ সরোবরে যাও ও তোমার চোখ ধুয়ে ফেল।' তখন আমি গেলাম ও ধুয়ে ফেললাম, আর তখনই দৃষ্টি-শক্তি লাভ করলাম।"

12তারা তাকে বলল, "সেই যীশু কোথায়?"

সে বলল, "আমি জানি না।"

যে লোকটিকে যীশু আরোগ্যদান করলেন ইহুদীরা তাকে প্রশ্ন করল

13যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল তাকে তারা ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। 14যে দিন যীশু মণ্ড তৈরী করে ঐ লোকটির চোখে লাগিয়ে তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন, সে দিনটি ছিল বিশ্রামবার। 15তাই ফরীশীরা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিভাবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে?"

লোকটি উত্তর দিল, "তিনি মণ্ড তৈরী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন, আমি চোখ ধুয়ে ফেলতে দেখতে পেলাম।"

16ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, কারণ এ বিশ্রামবারের নিয়ম মানে না।"

আবার অন্যেরা বলল, "একজন পাপী কিভাবে এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারে?" তাই এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

17এরপর ইহুদী নেতারা অন্ধ লোকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটি তোমার দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে, তার বিষয়ে তুমি কি বল?"

লোকটি বলল, "তিনি একজন ভাববাদী।"

18লোকটির বাবা-মাকে না ডাকা পর্যন্ত ইহুদীরা বিশ্বাস করতে চাইল না যে, সে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19তারা তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করল, "এই কি তোমাদের সেই ছেলে যার বিষয়ে তোমরা বলে থাক যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তাহলে এ কিভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে?"

20এর উত্তরে তার বাবা-মা বলল, "আমরা জানি এ আমাদের ছেলে, আর এ অন্ধই জন্মেছিল। 21কিন্তু এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে আমরা জানি না, আর এও জানি না যে কে একে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। একেই জিজ্ঞেস করুন! এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নিজের বিষয় নিজে ভালোই বলতে পারবে।" 22ইহুদী নেতাদের ভয়ে, তার বাবা-মা এই কথা বলল। কারণ ইহুদী নেতারা আগেই স্থির করেছিল যে, কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার করে, তবে সে প্রার্থনা সভা থেকে বিতাড়িত হবে। 23এ জন্যই তার বাবা-মা বলেছিল, "এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আপনারা একেই জিজ্ঞেস করুন।"

24তাই যে অন্ধ ছিল, ইহুদী নেতারা তাকে দ্বিতীয় বার ডেকে বলল, "ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান কর। সত্য বল আমরা জানি ঐ লোকটা পাপী।"

25তখন যে অন্ধ ছিল সে বলল, "তিনি পাপী কি না তা আমি জানি না। আমি কেবল একটা বিষয় জানি, যে আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি!"

26তখন ইহুদী নেতারা তাকে বলল, "সে তোমাকে কি করেছিল? সে কিভাবে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিল?"

27সে তাদের বলল, "আমি আগেই তোমাদের বলেছি, কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন নি। তবে আবার কেন শুনতে চাইছ? তোমরাও কি তাঁর শিষ্য হতে চাও?"

28তখন তারা তাকে তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "তুই তার শিষ্য, কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য। 29আমরা জানি ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন; কিন্তু এই লোকটা কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

30এর জবাবে লোকটি তাদের বলল, "কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা আপনারা জানেন না অথচ তিনি আমায় দৃষ্টিশক্তি দান করলেন। 31আমরা জানি যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কথা শোনেন যে, ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং ঈশ্বর যা চান তাই করে। 32একজন জন্মান্ধকে কেউ যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছে, একথা কেউ কোন দিন শোনেনি। 33ঐ মানুষটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।"

34এর উত্তরে তারা তাকে বলল, "তুই তো পাপেই জন্মেছিস! আর তুই কিনা আমাদের শিক্ষা দিতে চাইছিস?" তারপর তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।

আত্মিক অন্ধত্ব

35যীশু শুনতে পেলেন যে ইহুদী নেতারা তাকে সমাজ-গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন যীশু তার

দেখা পেয়ে তাকে বললেন, "তুমি কি মানবপুত্রের ওপর বিশ্বাস কর?"

36সে উত্তর দিল, "মহাশয়, তিনি কে? আমায় বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।"

37যীশু তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।"

38তখন সে বলল, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করছি।" এবং সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে উপাসনা করল।

39যীশু বললেন, "বিচার করতে আমি এজগতে এসেছি। আমি এসেছি যাতে যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায়, আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধে পরিণত হয়।"

40ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা একথা শুনে তাঁকে বলল, "নিশ্চয়ই আপনি বলতে চাননি যে আমরাও অন্ধ?"

41যীশু তাদের বললেন, "তোমরা যদি অন্ধ হতে তাহলে তোমাদের কোন পাপই হোত না। কিন্তু তোমরা এখন বলছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তোমাদের পাপ রয়ে গেছে।"

মেষপালক ও মেষপাল

10 যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যদি কেউ সদর দরজা দিয়ে মেষ-খোঁয়াড়ে না ঢোকে, এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনভাবে টপকে ঢোকে, তবে সে একজন চোর বা ডাকাত; 2কিন্তু যে ব্যক্তি দরজা দিয়ে ঢোকে সে মেষপালক। 3দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয়, আর মেষেরা তার কণ্ঠস্বর শোনে। সে তার নিজের মেষগুলিকে নাম ধরে ডাকে আর তাদেরকে বাইরে নিয়ে যায়। 4সে যখন তার নিজের সব মেষদের বের করে নেয়, তখন সে তাদের আগে আগে চলে, আর মেষেরা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে। 5কিন্তু মেষেরা যাকে জানে না এমন লোকের পেছনে যাবে না, বরং তারা তার থেকে দূরে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অচেনা লোকের কণ্ঠস্বর চেনে না।" 6যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন; কিন্তু তিনি যে কি বলতে চাইছেন তা তারা বুঝতে পারল না।

যীশুই উত্তম মেষপালক

7তখন যীশু আবার তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমি মেষদের জন্য খোঁয়াড়ের দরজা স্বরূপ। 8যারা আমার আগে এসেছে তারা সব চোর ও ডাকাত, কিন্তু মেষেরা তাদের ডাক শোনেনি। 9আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে তবে সে রক্ষা পাবে। সে ভেতরে আসবে এবং বাইরে গেলে তার চারণভূমি পাবে। 10চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে, আর যেন তা পরিপূর্ণভাবেই লাভ করে।"

11"আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক মেষদের জন্য তার জীবন সমর্পণ করে। 12কোন বেতনভুক কর্মচারী প্রকৃত মেষপালক নয়। মেষেরা তার নিজের নয়, তাই সে যখন নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে তখন মেষদের ফেলে রেখে পালায়। আর নেকড়ে বাঘ তাদের আক্রমণ করে এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে। 13বেতনভুক কর্মচারী পালায়, কারণ বেতনের বিনিময়ে সে কাজ করে, মেষদের জন্য তার কোন চিন্তাই নেই।

14-15"আমিই উত্তম মেষপালক। আমি আমার মেষদের জানি, আর আমার মেষেরা আমায় জানে। ঠিক যেমন আমার পিতা আমাকে জানেন, আমিও আমার পিতাকে জানি; আর আমি মেষদের জন্য আমার জীবন সঁপে দিই। 16আমার এমন আরো অনেক মেষ আছে যারা এই খোঁয়াড়ের নয়। আমি অবশ্যই তাদেরও আনব, তারাও আমার কথা শুনবে, আর তারা তখন সকলে এক পাল হবে আর তাদের পালকও হবেন একজন। 17এই কারণেই পিতা আমায় ভালবাসেন; কারণ আমি আমার প্রাণ দান করি যেন আবার তা পেতে পারি। 18কেউ আমার কাছ থেকে তা হরণ করে নিতে পারবে না, বরং আমি তা স্ব-ইচ্ছাতেই করছি। এটা দান করার অধিকার আমার আছে, এবং আবার তা ফিরে পাওয়ার অধিকারও আমার আছে। আমার পিতার কাছ থেকেই আমি এই সব শুনেছি।"

19এই সব কথার কারণে জনগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ হোল। 20তাদের মধ্যে অনেকে বলল, "ওকে ভূতে পেয়েছে, ও পাগল। ওর কথা কেন শুনছ?"

21আবার অন্যেরা বলল, "যাদের ভূতে পায় তারা তো এমন কথা বলে না। ভূত নিশ্চয়ই অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারে না, পারে কি?"

ইহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে গেল

22এরপর জেরুশালেমে প্রতিষ্ঠার পর্ব* এল, তখন ছিল শীতকাল। 23যীশু মন্দির চত্বরে শলোমনের বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন।

24কিছু ইহুদী তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে বলল, "তুমি আর কতকাল আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল।"

25এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, আর তোমরা তা বিশ্বাস করছ না। আমি আমার পিতার নামে যে সব অলৌকিক কাজ করি সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। 26কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। 27আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে। আমি তাদের জানি, আর তারা আমায় অনুসরণ করে। 28আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, আর তারা কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতেও পারবে না। 29আমার পিতা, যিনি তাদেরকে আমায় দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান,

---

প্রতিষ্ঠার পর্ব ডিসেম্বরের এক বিশেষ সপ্তাহ যাকে ইহুদীরা পর্ব হিসাবে পালন করত।

আর কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না। 30আমি ও পিতা, আমরা এক।"

31ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল। 32যীশু তাদের বললেন, "পিতার শক্তিতে আমি অনেক ভাল কাজ করেছি, তার মধ্যে কোন কাজটার জন্য তোমরা পাথর মারতে চাইছ?"

33ইহুদীরা এর উত্তরে তাঁকে বলল, "তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ, তার জন্য আমরা তোমায় পাথর মারতে চাইছি না। কিন্তু আমরা তোমাকে পাথর মারতে চাইছি এই জন্য যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করেছ। তুমি একজন মানুষ, অথচ নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।"

34যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি একথা লেখা নেই যে, 'আমি বলেছি তোমরা ঈশ্বর।'* 35শাস্ত্র তাদেরকেই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সবসময়ই সত্য। 36আমিই সেই ব্যক্তি, পিতা যাঁকে মনোনীত করে জগতে পাঠালেন। আমি বলেছি যে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।' তবে তোমরা কেন বলছ যে আমি ঈশ্বর নিন্দা করছি? 37আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি, তাহলে আমায় বিশ্বাস কোর না। 38কিন্তু আমি যখন সেইসব কাজ করছি তখনও যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে সেই সব কাজকে বিশ্বাস কর। তাহলে তোমরা জানতে পারবে ও বুঝতে পারবে যে পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।"

39এরপর তারা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

40যর্দনের অপর পারে যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করছিলেন, যীশু সেখানে আবার গেলেন ও সেখানে থাকলেন। 41বহুলোক তাঁর কাছে আসতে থাকল, আর তারা বলাবলি করতে লাগল, "যোহন কোন অলৌকিক কাজ করেননি বটে; কিন্তু এই মানুষটির বিষয়ে যোহন যা বলেছেন, সে সবই সত্য!" 42আর সেখানে অনেকেই যীশুর ওপর বিশ্বাস করল।

লাসারের মৃত্যু

11 লাসার নামে একটি লোক অসুস্থ ছিলেন; তিনি বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন। সেই গ্রামেই মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থাও থাকতেন। 2এই মরিয়মই বহুমূল্য সুগন্ধি আতর যীশুর উপরে ঢেলে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। লাসার ছিলেন এই মরিয়মেরই ভাই। 3তাই লাসারের বোনেরা একটি লোক পাঠিয়ে যীশুকে বলে পাঠালেন, "প্রভু, আপনার প্রিয় বন্ধু লাসার অসুস্থ।"

4যীশু একথা শুনে বললেন, "এই রোগে তার মৃত্যু হবে না; কিন্তু তা ঈশ্বরের মহিমার জন্যই হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র মহিমান্বিত হন।" 5যীশু মার্থা, তার বোন ও লাসারকে ভালবাসতেন। 6তাই তিনি যখন শুনলেন যে লাসার অসুস্থ, তখন যেখানে ছিলেন সেই জায়গায় আরো দু'দিন রয়ে গেলেন। 7এরপর তিনি শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।"

8তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "গুরু, সম্প্রতি সেখানকার লোকেরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। তবে কেন আপনি আবার সেখানে যেতে চাইছেন?"

9এর উত্তরে যীশু বললেন, "দিনে বারো ঘণ্টা আলো থাকে। কেউ যদি দিনের আলোতে চলে তবে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না, কারণ সে জগতের আলো দেখতে পায়। 10কিন্তু কেউ যদি রাতের আঁধারে চলে তবে সে হোঁচট খায়, কারণ তার সামনে কোন আলো নেই।"

11তিনি একথা বলার পর তাদের আবার বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

12তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে সে ভাল হয়ে যাবে।"

13যীশু লাসারের মৃত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

14তাই যীশু তখন তাদের স্পষ্ট করে বললেন, "লাসার মারা গেছে। 15আর তোমাদের কথা ভেবে আমি আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, কারণ এখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে। চল, এখন আমরা তার কাছে যাই।"

16তখন থোমা যাঁকে দিদুমঃ বলে অন্য শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "চল আমরাও যাবো, আমরাও যীশুর সঙ্গে মরব।"

বৈথনিয়াতে যীশু

17যীশু বৈথনিয়াতে এলে জানতে পারলেন যে গত চারদিন ধরে লাসার কবরে আছেন। 18বৈথনিয়া থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। 19তাই ইহুদীদের অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিতে এসেছিল।

20মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই থাকলেন।

21মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মরত না। 22কিন্তু এখনও আমি জানি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবেন, ঈশ্বর আপনাকে তাই দেবেন।"

23যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।"

24মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময় সে আবার উঠবে।"

25যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে। 26যে কেউ জীবিত আছে ও আমায় বিশ্বাস করে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?"

'আমি ... ঈশ্বর' গীত 82:6

27মার্থা তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু; আমি বিশ্বাস
করি যে জগতে যাঁর আসার কথা আছে আপনিই সেই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।”

যীশু কাঁদলেন

28এই কথা বলার পর মার্থা সেখান থেকে চলে
গেলেন ও তার বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন,
“গুরু এসেছেন, আর তিনি তোমায় ডাকছেন।” 29মরিয়ম
একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে যীশুর কাছে গেলেন।
30যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। মার্থা
যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি
সেখানেই ছিলেন।

31যে ইহুদীরা মরিয়মের সঙ্গে বাড়িতে ছিল ও
তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা যখন দেখল যে মরিয়ম
তাড়াতাড়ি করে উঠে বাইরে যাচ্ছেন, তখন তারাও
তার পিছনে পিছনে চলল, তারা মনে করল যে তিনি
হয়তো লাসারের কবরের কাছে যাচ্ছেন ও সেখানে
গিয়ে কাঁদবেন। 32যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে
এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে বললেন,
“প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত
না।”

33যীশু যখন দেখলেন যে মরিয়ম কাঁদছেন আর
তার সঙ্গে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তারাও কাঁদছে,
তখন তিনি দুঃখিত হয়ে উঠলেন এবং অন্তরে গভীরভাবে
বিচলিত হলেন। 34তখন তিনি বললেন, “তোমরা তাকে
কোথায় রেখেছ?” তারা বললেন, “প্রভু, আসুন, এসে
দেখুন।”

35যীশু কেঁদে ফেললেন।

36তখন সেই ইহুদীরা সকলে বলতে লাগল, “দেখ!
উনি লাসারকে কত ভালোবাসতেন!”

37কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলল, “যীশু
তো অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন; কেন তিনি লাসারকে
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন না?”

যীশু লাসারকে জীবন দান করেন

38এরপর যীশু আবার অন্তরে বিচলিত হয়ে উঠলেন।
লাসারকে যেখানে রাখা হয়েছিল, যীশু সেই কবরের
কাছে গেলেন। কবরটি ছিল একটা গুহা, যার প্রবেশ
পথ একটা পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল। 39যীশু বললেন, “ঐ
পাথরটা সরিয়ে ফেল।”

সেই মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, “প্রভু চার
দিন আগে লাসারের মৃত্যু হয়েছে। এখন পাথর সরালে
এর মধ্য থেকে দুর্গন্ধ বের হবে।”

40যীশু তাঁকে বললেন, “আমি কি তোমায় বলিনি,
যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?”

41এরপর তারা সেই পাথরখানা সরিয়ে দিল, আর
যীশু উর্দ্ধ দিকে তাকিয়ে বললেন, “পিতা, আমি তোমায়
ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি আমার কথা শুনেছ। 42আমি
জানি তুমি সব সময়ই আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু
আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য আমি
একথা বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ।” 43এই কথা বলার পর যীশু জোর গলায়
ডাকলেন, “লাসার বেরিয়ে এস!” 44মৃত লাসার সেই
কবর থেকে বের হয়ে এল। তার হাত পা টুকরো কাপড়
দিয়ে তখনও বাঁধা ছিল, আর তার মুখের ওপর একখানা
কাপড় জড়ানো ছিল।

যীশু তখন তাদের বললেন, “বাঁধন খুলে দাও, এবং
ওকে যেতে দাও।”

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করতে লাগল

(মথি 26:1-5; মার্ক 14:1-2; লূক 22:1-2)

45তখন মরিয়মের কাছে যারা এসেছিল, সেই সব
ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যীশু যা করলেন তা দেখে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করল। 46কিন্তু তাদের মধ্যে
কয়েকজন ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা করেছিলেন
তা তাদের জানালো। 47এরপর প্রধান যাজক ও
ফরীশীরা পরিষদের এক মহাসভা ডেকে সেখানে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, “আমরা এখন কি করব?
এই লোকটা তো অনেক অলৌকিক চিহ্নকার্য করছে!
48আমরা যদি ওকে এইভাবেই চলতে দিই তাহলে তো
সকলেই এর ওপর বিশ্বাস করবে। তখন রোমীয়েরা
এসে আমাদের এই মন্দির ও আমাদের জাতিকে ধ্বংস
করবে।”

49কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম কায়াফা;
যিনি সেই বছরের জন্য মহাযাজকের পদ পেয়েছিলেন,
তাদের বললেন, “তোমরা কিছুই জানো না! 50আর
তোমরা এও বোঝ না যে গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার
পরিবর্তে সেই মানুষের মৃত্যু হওয়া তোমাদের পক্ষে
মঙ্গলজনক হবে।”

51একথা কায়াফা যে নিজের থেকে বললেন তা
নয়, কিন্তু সেই বছরের জন্য মহাযাজক হওয়াতে তিনি
এই ভাববাণী করলেন, যে সমগ্র জাতির জন্য যীশু
মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। 52যীশু যে কেবল ইহুদী জাতির
জন্য মৃত্যুবরণ করবেন তা নয়, সারা জগতে যে সমস্ত
ঈশ্বরের সন্তানরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের
সকলকে একত্রিত করার জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন।
53তাই সেই দিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য
চক্রান্ত করতে লাগল। 54যীশু তখন প্রকাশ্যে ইহুদীদের
মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। তিনি সেখান থেকে
মরুপ্রান্তরের কাছে ইফ্রয়িম নামে এক শহরে চলে গেলেন
এবং সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকলেন।

55ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল, আর অনেক
লোক নিজেদের শুচি করবার জন্য নিস্তারপর্বের আগেই
দেশ থেকে জেরুশালেমে গেল। 56তারা সেখানে যীশুর
খোঁজ করতে লাগল। তারা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পরস্পর
বলাবলি করতে লাগল, “তোমরা কি মনে কর? তিনি
কি এই পর্বে আসবেন?” 57প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা
এই আদেশ দিল যে, যীশু কোথায় আছেন তা যদি
কেউ জানে তবে তাদের যেন জানানো হয় যাতে তারা
তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

বন্ধুদের সঙ্গে যীশু বৈথনিয়াতে

(মথি 26:6-13; মার্ক 14:3-9)

12 নিস্তারপর্বের ছ'দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে
গেলেন যেখানে লাসার বাস করতেন। এই মৃত
লাসারকে যীশু বাঁচিয়েছিলেন। 2সেখানে তারা যীশুর
জন্য এক ভোজের আয়োজন করছিলেন। মার্থা খাবার
পরিবেশন করছিলেন। যীশুর সঙ্গে যারা খেতে বসেছিল
তাদের মধ্যে লাসারও ছিলেন। 3তখন মরিয়ম বিশুদ্ধ
জটামাংসী* থেকে তৈরী করা প্রায় আধসের মতো
দামী আতর নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিলেন,
আর নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা দু'খানি মুছিয়ে
দিলেন তখন সমস্ত ঘর আতরের সুগন্ধে ভরে গেল।

4যিহূদা ঈষ্করিয়োত সেখানে ছিল, সে যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে পরে শত্রুর হাতে
ধরিয়ে দেবে। মরিয়মের সেই কাজ যিহূদার ভাল লাগে
নি। যিহূদা ঈষ্করিয়োত বলল, 5"এই আতর তিনশো
রৌপ্য মুদ্রায়* বিক্রি করে সেই অর্থ কেন দরিদ্রদের
দেওয়া হোল না?" 6গরীবদের জন্য চিন্তা করতো বলে
যে সে একথা বলেছিল তা নয়, সে ছিল চোর। তার
কাছে টাকার থলি থাকত আর সে তার থেকে প্রায়ই
টাকা চুরি করতো।

7তখন যীশু বললেন, "ওকে থামিয়ে দিও না।
আমাকে সমাধি দিনের জন্য প্রস্তুত করতে তাকে এই
আতর রাখতে হয়েছে। 8তোমাদের মধ্যে গরীবরা সব
সময়ই থাকবে, কিন্তু তোমরা সবসময় আমাকে
পাবে না।"

লাসারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

9বহু ইহুদী জানতে পারল যে যীশু বৈথনিয়াতে
আছেন। তারা সেখানে যে কেবল যীশুর জন্য গেল তাই
নয়, যে লাসারকে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন
তাকে দেখবার জন্যও তারা সেখানে গেল। 10তাই প্রধান
যাজকেরা লাসারকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে
লাগলেন। 11কারণ তারই জন্য বহু ইহুদী তাদের ছেড়ে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে লাগল।

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; মার্ক 11:1-11; লূক 19:28-40)

12যে বিপুল জনতা নিস্তারপর্বের জন্য এসেছিল,
পরের দিন তারা শুনল যে যীশু জেরুশালেমে আসছেন।
13তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে স্বাগত
জানাতে বেরিয়ে পড়ল। তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল,

"তাঁর প্রশংসা কর! তাঁকে স্বাগত জানাও! যিনি
প্রভুর নামে আসছেন, ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন।
ইস্রায়েলের রাজাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন!"

গীতসংহিতা 118:25-26

14যীশু একটা গাধাকে দেখতে পেয়ে তার ওপর
বসলেন। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

15 "সিয়োন নগরী,* ভয় পেও না! দেখ, তোমাদের
রাজা আসছেন। দেখ, তোমাদের রাজা বাচ্চা গাধায়
চড়ে আসছেন।" *সখরিয় 9:9*

16এসবের অর্থ তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেননি।
কিন্তু যীশু যখন মহিমায় উত্তোলিত হলেন, তখন তাঁদের
মনে পড়ল যে, শাস্ত্রে এগুলিই তাঁর সম্পর্কে লেখা
হয়েছে এবং লোকেরা এসব তাঁর জন্য করেছিল।

লোকেরা যীশুর বিষয়ে বলল

17যীশু যখন লাসারকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে
বলেন, আর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে
তোলেন, তখন যে সব লোক সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিল
তারা সে বিষয়ে সকলকে বলতে লাগল। 18এই কারণেই
লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, কারণ তারা
শুনেছিল, যে তিনিই ঐ অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছেন।
19তখন ফরীশীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল,
"তোমরা দেখলে, আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোল!
দেখ, আজ সারা জগৎ তারই পেছনে ছুটছে।"

যীশু জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

20নিস্তারপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা
জেরুশালেমে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীকও
ছিল। 21তারা গালীলের বৈৎসৈদা থেকে যে ফিলিপ
এসেছিলেন, তাঁর কাছে গেল, আর তাঁকে অনুরোধের
সুরে বলল, "মহাশয়, আমরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে চাই।" 22ফিলিপ এসে একথা আন্দ্রিয়কে
জানালেন। তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপ এসে যীশুকে তা
বললেন।

23যীশু তখন তাদের বললেন, "মানবপুত্রের
মহিমান্বিত হওয়ার সময় হয়েছে। 24আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, গমের একটি দানা যদি মাটিতে পড়ে
মরে না যায়, তবে তা একটি দানাই থেকে যায়। কিন্তু
তা যদি মাটিতে প'ড়ে মরে, তবে তার থেকে আরো
অনেক দানা উৎপন্ন হয়।

25যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তা
হারাবে; কিন্তু যে এই জগতে তার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান
করে, সে তা রাখবে। সে অনন্ত জীবন পাবে। 26কেউ
যদি আমার সেবা করে তবে অবশ্যই সে আমাকে অনুসরণ
করবে। আর আমি যেখানে থাকি আমার সেবকও সেখানে
থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে
সম্মানিত করবেন।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

27"এখন আমার অন্তর খুব বিচলিত। আমি কি
বলব, 'পিতা? এই কষ্ট ভোগের মুহূর্ত থেকে আমায়
রক্ষা কর'? না, কারণ সেই সময় এসেছে এবং কষ্ট

জটামাংসী হিমালয় অঞ্চলে লভ্য এক সুগন্ধী ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছ।

রৌপ্য মুদ্রা সেই সময় এক দিনারী ছিল একজন শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক।

সিয়োন নগরী 'সিয়োনের মেয়ে' অর্থাৎ জেরুশালেম।

ভোগ করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। 28পিতা, তোমার নামকে মহিমান্বিত কর!”

তখন স্বর্গ থেকে এক রব ভেসে এল, “আমি এঁকে মহিমান্বিত করেছি, আর আমি আবার তাঁকে মহিমান্বিত করব।”

29যে লোকেরা সেখানে ভিড় করেছিল, তারা সেই রব শুনে বলতে লাগল, এটা তো মেঘ গর্জন হোল।

আবার কেউ কেউ বলল, “একজন স্বর্গদূত ওঁর সঙ্গে কথা বললেন!”

30এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমার জন্য নয়, তোমাদের জন্যই ঐ রব। 31এখন জগতের বিচারের সময়। এই জগতের শাসককে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। 32আর যখন আমাকে মাটি থেকে উচুঁতে তোলা হবে, তখন আমি আমার কাছে সকলকেই টেনে আনব।” 33যীশুর কিভাবে মৃত্যু হতে যাচ্ছে, তাই জানাতে যীশু এই কথা বললেন।

34এর উত্তরে লোকেরা তাঁকে বলল, “আমরা মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে খ্রীষ্ট চিরকাল বাঁচবেন। তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন যে, ‘মানবপুত্রকে উচুঁতে তোলা হবে’? এই ‘মানবপুত্র’ তবে কে?”

35তখন যীশু তাদের বললেন, “আর সামান্য কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মধ্যে আলো থাকবে। যতক্ষণ তোমরা আলো পাচ্ছ, তারই মধ্য দিয়ে চল। তাহলে অন্ধকার তোমাদের আচ্ছন্ন করবে না। যে লোক অন্ধকারে চলে সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। 36যতক্ষণ তোমাদের কাছে আলো আছে, সেই আলোতে বিশ্বাস কর, তাতে তোমরা আলোর সন্তান হবে।” এই কথা বলে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন ও তাদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রাখলেন।

ইহুদীরা যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল

37যদিও যীশু তাদের চোখের সামনেই প্রচুর অলৌকিক চিহ্নকার্য করলেন, তবু তারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল না। 38ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:

“প্রভু, আমাদের এই বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ পেয়েছে?”

যিশাইয় 53:1

39এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ যিশাইয় আবার বলেছেন,

40“ঈশ্বর তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর
তাদের অন্তর কঠিন করেছেন যাতে তারা চোখ দিয়ে
দেখতে না পায়, অন্তর দিয়ে বুঝতে না পারে এবং
ভাল হবার জন্য আমার কাছে না আসে।”

যিশাইয় 6:10

41যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা দেখেছিলেন, আর তিনি তাঁর বিষয়েই বলেছিলেন।

42অনেকে এমন কি ইহুদী নেতাদের মধ্যেও অনেকে, তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; কিন্তু তারা ফরীশীদের ভয়ে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করল না, পাছে তারা ইহুদীদের সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়। 43কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা অপেক্ষা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা বেশী ভালবাসত।

যীশুর শিক্ষাই মানুষের বিচার করবে

44যীশু চিৎকার করে বললেন, “যে আমাকে বিশ্বাস করে সে, প্রকৃতপক্ষে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁকেই বিশ্বাস করে। 45আর যে আমায় দেখে সে, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁকেই দেখতে পায়। 46আমি এ জগতে আলোরূপে এসেছি যাতে যে আমায় বিশ্বাস করে তাকে যেন অন্ধকারে থাকতে না হয়।

47“আর যে কেউ আমার কথা শোনে অথচ তা মেনে চলে না, তার বিচার করতে আমি চাই না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে রক্ষা করতে। 48যে কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য অন্য এক বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে। 49কারণ আমি নিজে থেকে একথা বলছি না, বরং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে কি বলতে হবে বা কি শিক্ষা দিতে হবে তা আদেশ করেছেন। 50আমি জানি যে তাঁর আদেশ থেকেই অনন্ত জীবন আসে। আমি সেই সকল কথা বলি যা পিতা আমায় বলেছেন।”

যীশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিলেন

13 ইহুদীদের নিস্তারপর্বের ঠিক পূর্বে যীশু বুঝতে পারলেন, যে এই জগত ছেড়ে পিতার কাছে তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে। যীশু পৃথিবীতে তাঁর আপনজনদের সব সময় ভালবেসেছেন। এবার তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন।

2যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সান্ধ্য আহার করছিলেন। দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে যিহূদাকে প্ররোচিত করেছে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। 3যীশু বুঝলেন যে পিতা তাঁকে সব কিছুর ওপর ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। 4তখন তিনি ভোজের থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর উপরের জামাটা খুলে রেখে একটি গামছা কোমরে জড়ালেন। 5তারপর গামলায় জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিতে লাগলেন, আর যে গামছাটি কোমরে জড়িয়ে ছিলেন সেটি দিয়ে তাঁদের পা মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

6এইভাবে তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলে পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেন আমার পা ধুইয়ে দেবেন?”

7এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যা করছি, তুমি এখন তা বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝবে।”

8পিতর তাঁকে বললেন, “আপনি কখনও আমার
পা ধুইয়ে দেবেন না।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যদি তোমার পা না
ধুইয়ে দিই, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক
থাকবে না।”
9শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেবল
আমার পা নয়, হাত ও মাথা ধুইয়ে দিন!”
10যীশু তাঁকে বললেন, “যে স্নান করেছে তার পা
ধোয়া ছাড়া আর কিছু দরকার নেই, তার তো সর্বাঙ্গ
পরিষ্কার হয়েছে। তোমরাও পরিষ্কার হয়েছ, কিন্তু সকলে
নও।”
11যীশু জানতেন যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে,
সেই কারণেই তিনি বললেন, “তোমরা সকলে পরিষ্কার
নও।”
12তাদের পা ধোয়ানো শেষ ক’রে তিনি আবার তাঁর
উপরের জামাটি পরলেন ও টেবিলে তাঁর জায়গায়
ফিরে এসে তাদের বললেন, “আমি তোমাদের প্রতি
কি করলাম তা বুঝতে পারলে? 13তোমরা আমায় ‘গুরু’
ও ‘প্রভু’ বলে থাকো; আর তোমরা তা ঠিকই বল,
কারণ আমি তাই। 14তাই আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যদি
তোমাদের পা ধুইয়ে দিই, তাহলে তোমাদেরও উচিত
পরস্পরের পা ধোয়ানো। 15আমি তোমাদের কাছে এক
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম যেন, আমি তোমাদের প্রতি যেমন
করলাম, তোমরাও তেমনি কর। 16আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, চাকর তার মনিবের থেকে বড় নয়, আর দূত
তার প্রেরণকর্তার থেকে বড় নয়। 17যেহেতু তোমরা
এসব জান, এইগুলি পালন কর, তাহলে তোমরা সুখী
হবে। 18আমি তোমাদের সকলের বিষয়ে বলছি না।
আমি জানি, কাদের আমি মনোনীত করেছি। কিন্তু
শাস্ত্রে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, ‘যে
আমার সঙ্গে আহার করল, সেই আমার বিরুদ্ধে গেল।’
19এসব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের এসব বলছি,
যাতে যখন এসব ঘটবে, তোমরা বিশ্বাস কর যে আমিই
তিনি। 20আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি যাকে
পাঠাবো তাকে যে গ্রহণ করবে, সে আমাকেই গ্রহণ
করবে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, আমায় যিনি
পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেও গ্রহণ করে।”

কে তাঁর বিপক্ষে যাবে যীশু তা জানালেন

(মথি 26:20-25; মার্ক 14:17-21; লূক 22:21-23)

21এই কথা বলার পর যীশু খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, আর
খোলাখুলিই বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি;
তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে।”
22শিষ্যরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন, আদৌ
বুঝতে পারলেন না কার বিষয়ে তিনি বলছেন। 23যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে যীশু খুবই
ভালবাসতেন, তিনি যীশুর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে
ছিলেন। 24শিমোন পিতর এই শিষ্যকে ইশারা করলেন
এবং যীশুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে উনি কার
সম্পর্কে বলছেন।
25তখন তিনি যীশুর বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, সে কে?”
26যীশু বললেন, “আমি রুটির টুকরোটি বাটিতে
ডুবিয়ে যাকে দেব সে-ই সেই লোক।” এরপর তিনি
রুটির টুকরো ডুবিয়ে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে
যিহূদাকে দিলেন। 27যিহূদা রুটির টুকরোটি নেওয়ার
পর শয়তান তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরপর যীশু তাকে
বললেন, “তুমি যা করতে যাচ্ছ তা তাড়াতাড়ি করোগে
যাও।” 28কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে খেতে
বসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউই বুঝতে পারলেন না
তিনি কেন তাকে একথা বললেন। 29কেউ কেউ মনে
করলেন, যিহূদার কাছে টাকার থলি আছে, তাই হয়তো
যীশু তাকে বললেন, পর্বের জন্য যা যা প্রয়োজন তা
কিনে আনতে যাও; অথবা হয়তো গরীবদের ওর থেকে
কিছু দান করতে বলছেন।
30যিহূদা রুটির টুকরোটি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে
বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়ে গেছে।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

31যিহূদা সেখান থেকে চলে যাবার পর যীশু বললেন,
“মানবপুত্র এখন মহিমান্বিত হলেন, আর ঈশ্বরও তাঁর
মাধ্যমে মহিমান্বিত হলেন। 32ঈশ্বর যদি তাঁর মাধ্যমে
মহিমান্বিত হন, তবে ঈশ্বরও মানবপুত্রকে নিজের
মাধ্যমে মহিমান্বিত করবেন, তিনি খুব শিগ্‌গিরই তা
করবেন।”
33“আমার প্রিয় সন্তানরা, আমি আর কিছু সময়
তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমায় খুঁজবে, আর
আমি যেমন ইহুদী নেতাদের বলেছিলাম, আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সেখানে যেতে পার না, সেই কথাই
এখন তোমাদেরও বলছি। 34আমি তোমাদের এক নতুন
আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি
যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও তেমনি
পরস্পরকে ভালবাস। 35তোমাদের পরস্পরের মধ্যে
যদি ভালবাসা থাকে তবে এর দ্বারাই সকলে জানবে
যে তোমরা আমার শিষ্য।”

যীশু বললেন পিতর তাঁকে অস্বীকার করবেন

(মথি 26:31-35; মার্ক 14:27-31; লূক 22:31-34)

36শিমোন পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি
কোথায় যাচ্ছেন?”
যীশু বললেন, “যেখানে এখন আমি যাচ্ছি, তুমি
আমার পেছনে সেখানে আসতে পারবে না; কিন্তু পরে
তুমি আমায় অনুসরণ করবে।”
37পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, এখন কেন আমি
আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আমি আপনার জন্য
নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেব।”
38যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি সত্যি আমার জন্য
প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি বলছি; কাল ভোরে
মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সান্ত্বনা

14 "তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক। ঈশ্বরের
উপর বিশ্বাস রাখ, আর আমার প্রতিও আস্থা
রাখ। 2আমার পিতার বাড়িতে অনেক ঘর আছে, যদি
না থাকতো আমি তোমাদের বলতাম। আমি তোমাদের
থাকবার এক জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। 3সেখানে
গিয়ে জায়গা ঠিক করার পর আমি আবার আসব ও
তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে
থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। 4আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সকলেই সে জায়গার পথ চেন।"

5থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি কোথায়
যাচ্ছেন তা আমরা জানি না! আমরা সেখানে যাবার
পথ কিভাবে জানবো?"

6যীশু তাঁকে বললেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য ও
জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ।
7তোমরা যদি সত্যি আমাকে জেনেছ, তবে পিতাকেও
জানতে পেরেছ। আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে জান
ও তাঁকে দেখেছ।"

8ফিলিপ যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি পিতাকে
আমাদের দেখান, তাহলেই যথেষ্ট হবে।"

9যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে
দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি; আর ফিলিপ, তোমরা এখনও
আমায় চিনলে না? যে কেউ আমায় দেখেছে সে পিতাকে
দেখেছে। তোমরা কি করে বলছ, 'পিতাকে আমাদের
দেখান'? 10তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন? আমি
তোমাদের যে সকল কথা বলি তা নিজের থেকে বলি
না। আমার মধ্যে যিনি আছেন সেই পিতা তাঁর
নিজের কাজ করেন। 11যখন আমি বলি যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন, তখন
আমাকে বিশ্বাস কর। যদি তা না কর, তবে আমার
কৃত সব অলৌকিক কাজের কারণেই বিশ্বাস কর। 12আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে,
আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে
কি সে এর থেকেও মহৎ মহৎ কাজ করবে, কারণ
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। 13আর তোমরা আমার নামে
যা কিছু চাইবে, আমি তা পূর্ণ করব, যেন পিতা পুত্রের
দ্বারা মহিমান্বিত হন। 14তোমরা যদি আমার নামে আমার
কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব।

পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি

15"তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে তোমরা
আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। 16আমি পিতার
কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের আর একজন
সাহায্যকারী* দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের
সঙ্গে থাকেন! 17তিনি সত্যের আত্মা;* যাঁকে এই
জগত সংসার মেনে নিতে পারে না, কারণ জগত
তাঁকে দেখে না বা তাঁকে জানে না। তোমরা তাঁকে
জান, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আর
তিনি তোমাদের মধ্যেই থাকবেন।

18"আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাবো না। আমি
তোমাদের কাছে আসব। 19আর কিছুক্ষণ পর এই জগত
সংসার আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমায়
দেখতে পাবে। কারণ আমি বেঁচে আছি বলেই তোমরাও
বেঁচে থাকবে। 20সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি
পিতার মধ্যে আছি, তোমরা আমার মধ্যে আছ, আর
আমি তোমাদের মধ্যে আছি। 21যে আমার নির্দেশ জানে
এবং সেগুলি সব পালন করে, সেই আমায় প্রকৃত
ভালবাসে। যে আমায় ভালবাসে, পিতাও তাকে
ভালবাসেন আর আমিও তাকে ভালবাসি। আমি
নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করব।"

22যিহূদা (যিহূদা ঈষ্কারিয়োত নয়) তাঁকে বলল, "প্রভু
কেন আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে
আমাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন?"

23এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "যদি কেউ আমায়
ভালবাসে তবে সে আমার শিক্ষা অনুসারে চলবে, আর
আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, আর আমরা তার
কাছে আসব ও তার সঙ্গে বাস করব। 24যে আমায়
ভালবাসে না, সে আমার শিক্ষা পালন করে না। আর
তোমরা আমার যে শিক্ষা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু
যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা সেই পিতার।

25"আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এইসব
কথা বললাম, 26কিন্তু সেই সাহায্যকারী পবিত্র আত্মা,
যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের
সব কিছু শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা যা
বলেছি, সে সকল বিষয় তিনি তোমাদের স্মরণ করিয়ে
দেবেন।

27"শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার
নিজের শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। জগত-সংসার
যেভাবে শান্তি দেয় আমি সেইভাবে তা দিচ্ছি না।
তোমাদের অন্তর উদ্বিগ্ন অথবা শঙ্কিত না হোক।
28তোমরা শুনেছ যে, আমি তোমাদের বলেছি যে আমি
যাচ্ছি আর আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা
যদি আমায় ভালবাস তবে এটা জেনে খুশী হবে যে
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার থেকে
মহান। 29তাই এসকল ঘটার আগেই আমি এসব
তোমাদের এখন বললাম, যাতে ঘটলে পর তোমরা
বিশ্বাস কর। 30আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ
কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে।
আমার ওপর তার কোন দাবী নেই। 31জগত সংসার
যাতে জানতে পারে যে আমি পিতাকে ভালবাসি, তাই
পিতা আমায় যেমন আদেশ করেন আমি সেরকমই
করি।

"এখন এস! আমরা এখান থেকে যাই।"

সাহায্যকারী "সাহায্যকারী" কথাটির অর্থ "উপদেশদাতা" এখানে যীশু পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে বলেছেন।

সত্যের আত্মা পবিত্র আত্মা। একে 'ঈশ্বরের আত্মা' বা 'সান্ত্বনাদাতা' ও বলা হয়। যিনি ঈশ্বর এবং যীশুর সঙ্গে যুক্ত। তিনি জগতে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ করেছেন। যোহন 16:13

যীশু এক আঙ্গুরলতাস্বরূপ

15 যীশু বললেন, "আমিই প্রকৃত আঙ্গুরলতা, আর
আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেতের প্রকৃত কৃষক।
2আমার যে শাখাতে ফল ধরে না, তিনি তা কেটে
ফেলেন। আর যে শাখাতে ফল ধরে তাতে আরও বেশী
করে ফল ধরার জন্য তিনি তা ছেঁটে পরিষ্কার করে
দেন। 3আমি তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার ফলে
তোমরা এখন শুচি হয়েছ। 4তোমরা আমার সঙ্গে সংযুক্ত
থাক, আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকব।
শাখা যেমন আঙ্গুরলতার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফল
ধরতে পারে না, তেমনি তোমরাও আমার সঙ্গে সংযুক্ত
না থাকলে ফলবন্ত হতে পারবে না। 5আমিই আঙ্গুরলতা,
আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে
প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা
কিছুই করতে পার না। 6যদি কেউ আমাতে না থাকে,
তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মতো ছুঁড়ে ফেলা
হয়। তারপর সেই সব শুকনো শাখাকে জড়ো করে তা
আগুনে ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

7যদি তোমরা আমাতে থাক, আর আমার শিক্ষা
যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা
কর, তা পাবে। 8তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে
প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য; আর তাতেই
আমার পিতা মহিমান্বিত হবেন। 9পিতা যেমন আমায়
ভালবাসেন, আমিও তোমাদেরকে তেমনি ভালবাসি।
তোমরা আমার ভালবাসার মধ্যে থাকো। 10আমি আমার
পিতার আদেশ পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় আছি।
একইভাবে তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর
তবে তোমরাও আমার ভালবাসায় থাকবে। 11আমি
এসব কথা তোমাদের বললাম, যেন আমার যে আনন্দ
আছে তা তোমাদের মধ্যেও থাকে; আর এইভাবে
তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়। 12আমার আদেশ
এই, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও
তেমনি একে অপরকে ভালবাস। 13বন্ধুদের জন্য প্রাণ
দেওয়ার থেকে একজনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা আর
কিছু নেই। 14আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করছি
তোমরা যদি তা পালন কর তাহলে তোমরা আমার
বন্ধু। 15আমি তোমাদেরকে আর দাস বলছি না, কারণ
মনিব কি করে, তা দাস জানে না। কিন্তু আমি তোমাদের
বন্ধু বলছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছি সে সবই তোমাদের জানিয়েছি। 16তোমরা আমায়
মনোনীত করনি, বরং আমিই তোমাদের মনোনীত
করেছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি যেন তোমরা
যাও ও ফলবন্ত হও, আর তোমাদের ফল যেন স্থায়ী
হয় এই আমার ইচ্ছা। তোমরা আমার নামে যা কিছু
চাও, পিতা তা তোমাদের দেবেন। 17আমি তোমাদের
এই আদেশ দিচ্ছি যে তোমরা একে অপরকে ভালবাস।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সতর্কবাণী

18"জগত সংসার যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে
একথা মনে রেখো যে, সে প্রথমে আমায় ঘৃণা করল।
19তোমরা যদি এই জগতের হও, তবে জগত যেমন
তার আপনজনদের ভালবাসে, তেমনি তোমাদেরও
ভালবাসবে। কিন্তু তোমরা এ জগতের নও। আমি এই
জগত থেকে তোমাদের মনোনীত করেছি, এই কারণেই
জগত সংসার তোমাদের ঘৃণা করে। 20যে শিক্ষার কথা
আমি তোমাদের বললাম তা স্মরণে রেখো, একজন
দাস তার মনিবের থেকে বড় নয়। তারা যদি আমার
ওপর নির্যাতন করে থাকে তবে তারা তোমাদেরও
নির্যাতন করবে। যদি তারা আমার শিক্ষা পালন করে
থাকে তবে তোমাদের শিক্ষা পালন করবে। 21তারা
আমার জন্যই তোমাদের প্রতি এগুলি করবে, কারণ
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা জানে না। 22আমি
যদি না আসতাম ও তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম,
তাহলে তাদের পাপ হোত না। কিন্তু আমি এসেছি,
তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাই তাদের এখন পাপ
ঢাকবার কোন উপায় নেই। 23যে আমায় ঘৃণা করে, সে
আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24যে কাজ আর কেউ
কখনও করেনি, সেরূপ কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে
না করতাম, তবে তাদের পাপের জন্য তারা দোষী
হোত না। কিন্তু এখন তারা আমার কাজ দেখেছে, আর
তা সত্ত্বেও তারা আমাকে ও পিতাকে, উভয়কেই ঘৃণা
করেছে। 25শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হওয়ার জন্যই এসব
ঘটল- 'তারা অকারণে আমায় ঘৃণা করেছে।'*

26"আমি পিতার কাছ থেকে একজন সাহায্যকারী
পাঠাবো, তিনি সত্যের আত্মা। তিনি যখন পিতার কাছ
থেকে আসবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।
27তোমরাও লোকদের কাছে অবশ্যই আমার কথা বলবে,
কারণ তোমরা শুরু থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

16 "আমি তোমাদের এসব বলেছি যাতে তোমরা
তোমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না কর। 2তারা তোমাদের
সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করবে। বলতে কি এমন
সময় আসছে, যখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করে
মনে করবে যে তারা ঈশ্বরের সেবা করছে। 3তারা
এরূপ কাজ করবে কারণ তারা না জানে আমাকে, না
জানে পিতাকে। 4কিন্তু আমি তোমাদের এসব কথা
বললাম, যেন এসব ঘটাবার সময় আসলে তোমরা
মনে করতে পার যে, আমি তোমাদের এসব বিষয়ে
আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

পবিত্র আত্মার কাজ

"শুরুতেই আমি তোমাদের এসব কথা বলিনি, কারণ
আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। 5কিন্তু যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন এখন আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আর
তোমাদের কেউ জিজ্ঞেস করছ না, 'আপনি কোথায়
যাচ্ছেন?' 6এখন আমি তোমাদের এসব কথা বললাম,
তাই তোমাদের অন্তর দুঃখে ভরে গেছে। 7কিন্তু আমি
তোমাদের সত্যি বলছি; আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে
ভাল, কারণ আমি যদি না যাই তাহলে সেই সাহায্যকারী
তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই

'তারা ... করেছে' গীত 35:19, অথবা 69:4

তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 8যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন তখন তিনি পাপ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার সম্পর্কে জগতের মানুষকে চেতনা দেবেন। 9তিনি পাপ সম্পর্কে চেতনা দেবেন কারণ তারা আমাতে বিশ্বাস করে না। 10ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বোঝাবেন কারণ এখন আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, আর তোমরা আমায় দেখতে পাবে না। 11বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন কারণ এই জগতের যে শাসক তার বিচার হয়ে গেছে।

12"তোমাদের বলবার মতো আমার এখনও অনেক কথা আছে; কিন্তু সেগুলো তোমাদের গ্রহণ করার পক্ষে এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে। 13সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে তা তিনি তোমাদের কাছে বলবেন। 14তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা বলি তাই তিনি গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন। 15যা কিছু পিতার, তা আমার। এই কারণেই আমি বলেছি যে সত্যের আত্মা আমার নিকট থেকে সবই গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।

দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে

16"আর একটু পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। অল্প একটু পরে আবার আমাকে দেখতে পাবে।"

17তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পরকে বলল, "উনি আমাদের কি বলতে চাইছেন, 'কিছু পরে তোমরা আমায় দেখতে পাবে না, কিছু পরে তোমরা আবার আমায় দেখতে পাবে।' এ কথারই বা অর্থ কি, 'কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি'?" 18তারা আরও বললেন, "তিনি 'অল্প কিছুকাল পরে' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? তিনি কি বলছেন, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

19তারা তাঁকে কি জিজ্ঞেস করতে চান তা যীশু বুঝতে পারলেন। তাই তিনি তাঁদের বললেন, "যখন আমি বললাম, 'অল্প কিছু পরে তোমরা আমায় দেখতে পাবে না, আবার অল্প কিছু পরে আবার আমায় দেখতে পাবে', এর দ্বারা আমি কি বোঝাতে চাইছি এই নিয়েই কি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছ? 20আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে, ব্যথিত হবে, কিন্তু জগত-সংসার তাতে আনন্দিত হবে। তোমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। 21স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন তার প্রসব বেদনার সময়; কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখন সে তার কষ্টের কথা ভুলে যায়, জগতে একজন জন্মগ্রহণ করল জেনে সে আনন্দিত হয়। 22ঠিক সেই রকম, তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখা দেব, আর তোমাদের হৃদয় তখন আনন্দে ভরে যাবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। 23সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমার নামে যদি পিতার কাছে কিছু চাও, তিনি তোমাদের তা দেবেন। 24এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু চাওনি। তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাবে। তোমাদের আনন্দ তখন পূর্ণতায় ভরে যাবে।

জগত জয় করা হল

25"আমি হেঁয়ালি করে তোমাদের এসব বলেছিলাম। সময় আসছে যখন আমি আর হেঁয়ালি করে তোমাদের কিছু বলব না, বরং পিতার বিষয় সরল ভাষায় তোমাদের কাছে ব্যক্ত করব। 26সেই দিন যা চাইবার তা তোমরা আমার নামেই চাইবে, আর আমি তোমাদের বলছি না যে আমি তোমাদের হয়ে পিতার কাছে চাইব। 27না, পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা আমায় ভালবেসেছ এবং তোমরা বিশ্বাস কর যে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। 28আমি পিতার কাছ থেকে এই জগতে এসেছি; এখন আমি এ জগত ছেড়ে আবার পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।"

29তাঁর শিষ্যরা বললেন, "দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোনরকম হেঁয়ালি করে বলছেন না। 30এখন আমরা বুঝলাম যে আপনি সব কিছুই জানেন। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করার আগেই আপনি তার উত্তর দিতে পারেন। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।"

31যীশু তাঁদের বললেন, "তাহলে তোমরা এখন বিশ্বাস করছ? 32শোন, সময় আসছে, বলতে কি এসে পড়েছে, যখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের জায়গায় চলে যাবে, আর আমায় একা ফেলে পালাবে, তবু আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন।

33"আমি তোমাদের এসব কথা বললাম যাতে তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। জগতে তোমরা কষ্ট পাবে, কিন্তু সাহসী হও! আমিই জগতকে জয় করেছি!"

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা

17 এইসব কথা বলার পর যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে এই কথা বললেন, "পিতা, এখন সময় হয়েছে; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্রও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। 2সমস্ত মানুষের উপর পুত্রকে তুমি অধিকার দিয়েছ যাতে তিনি তাদের সকলকে অনন্ত জীবন দিতে পারেন। 3এই হোল অনন্ত জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে। 4তুমি যে কাজ করার দায়িত্ব আমায় দিয়েছিলে, তা আমি শেষ করেছি ও পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি; 5তাই এখন তোমার সান্নিধ্যে আমায় মহিমান্বিত কর। হে পিতা, জগত সৃষ্টির পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় এখন আমায় মহিমান্বিত কর।

6"এই জগতের মধ্যে থেকে তুমি যে সব লোকদের
আমায় দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার পরিচয়
দিয়েছি। তারা তোমারই ছিল, এবং তুমি তাদেরকে
আমায় দিয়েছ, আর তারা তোমার শিক্ষানুসারে চলেছে।
7এখন তারা বুঝেছে যে তুমি যা কিছু আমায় দিয়েছ
তা তোমার কাছ থেকেই এসেছে। 8তুমি আমায় যে
শিক্ষা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তা তারা
গ্রহণও করেছে। তারা সত্যিই বুঝেছে যে আমি তোমারই
কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করে যে তুমি
আমায় পাঠিয়েছ। 9আমি তাদের জন্য এখন প্রার্থনা
করছি। আমি সারা জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না,
কেবল সেই সকল লোকদের জন্য প্রার্থনা করছি যাদেরকে
তুমি দিয়েছ, কারণ তারা তোমার। 10আমার যা কিছু
তা তোমার, আর তোমার যা তা আমার। আর এদের
মাধ্যমেই আমি মহিমান্বিত হয়েছি। 11আমি আর এই
জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে,
আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম
তুমি আমায় দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে
তুমি তাদের রক্ষা কর। আমরা যেমন এক, তেমনি
তারা যেন সকলে এক হতে পারে। 12আমি যখন তাদের
সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের নিরাপদে রেখেছিলাম। তুমি
আমায় যে নাম দিয়েছ সেই নামের শক্তিতে তখন
আমি তাদের রক্ষা করেছিলাম। আমি তাদের সাবধানে
রক্ষা করেছি। তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি। একমাত্র
ব্যতিক্রম সেই লোকটি, ধ্বংস হওয়াই যার পরিণতি।
শাস্ত্রের কথা সফল করার জন্যেই এই পরিণতি।

13"এখন আমি তোমার কাছে আসছি, কিন্তু এই
জগতে থাকতে থাকতে আমি এসব কথা বলছি, যেন
তারা আমার যে আনন্দ তা পরিপূর্ণরূপে পায়। 14আমি
তাদের তোমার শিক্ষা জানিয়েছি, কিন্তু জগত-সংসার
তাদের ঘৃণা করে, কারণ তারা এই জগতের নয়, যেমন
আমিও এ জগতের নই। 15তাদের এই জগত থেকে
নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি
না, কিন্তু তাদের মন্দ শক্তির হাত থেকে রক্ষা কর।
16তারা এই জগতের নয়, যেমন আমিও এ জগতের
নই 17সত্যের দ্বারা তোমার সেবার জন্য তুমি তাদের
পবিত্র কর। তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। 18তুমি যেমন
এ জগতে আমাকে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের তেমনি
জগতের মাঝে পাঠিয়েছি। 19তাদের জন্য আমি তোমার
সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারাও সত্যের
মাধ্যমে তোমার সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে।

20"আমি কেবল এদের জন্যই প্রার্থনা করছি না,
এদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যারা আমায় বিশ্বাস করবে
তাদের জন্যও করছি। 21পিতা, যেমন তুমি আমাতে
রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, তেমনি তারাও
যেন এক হয়। তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে
জগত সংসার বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
22আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের
দিয়েছি, যাতে আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক
হতে পারে। 23আমি তাদের মধ্যে, আর তুমি আমার
মধ্যে থাকবে, এইভাবে তারা যেন সম্পূর্ণভাবে এক
হয়। জগত যাতে জানে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ।
আর তুমি যেমন আমায় ভালবেসেছ, তেমনি তুমি
তাদেরও ভালবেসেছ।

24"পিতা, আমি চাই, আমি যেখানে আছি, তুমি
যাদের আমায় দিয়েছ, তারাও যেন আমার সঙ্গে সেখানে
থাকে। আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তারা আমার
সেই মহিমা যেন দেখতে পায়, কারণ জগত সৃষ্টির
আগেই তুমি আমায় ভালবেসেছ। 25ন্যায়বান পিতা,
জগত তোমায় জানে না, কিন্তু আমি তোমায় জানি।
আর আমার এই শিষ্যরা জানে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ। 26তুমি কে আমি তাদের কাছে তা প্রকাশ
করেছি, আর এরপরেও আমি তাদের কাছে তা করতেই
থাকব। তাহলে তুমি আমায় যেমন ভালবেসেছ, তারা
একইভাবে অন্যদের ভালবাসবে আর আমি তাদের
মধ্যেই থাকব।"

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; মার্ক 14:43-50; লূক 22:47-53)

18 এই প্রার্থনার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
কিদ্রোণ উপত্যকার ওপারে চলে গেলেন।
সেখানে একটি বাগান ছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
সেই বাগানের মধ্যে ঢুকলেন।

2যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে আসতেন।
এইজন্য যিহূদা সেই স্থানটি জানত। এই যিহূদা যীশুর
সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। 3সে ফরীশীদের ও প্রধান
যাজকদের কাছ থেকে একদল সৈনিক ও কিছু রক্ষী
নিয়ে সেখানে এল। তাদের হাতে ছিল মশাল, লণ্ঠন ও
নানা অস্ত্র।

4তখন যীশু, তাঁর প্রতি কি ঘটতে চলেছে সে সবই
তাঁর জানা থাকার ফলে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমরা
কাকে খুঁজছ?"

5তারা তাঁকে বলল, "নাসরতীয় যীশুকে।"

যীশু বললেন, "আমিই তিনি।" যে যিহূদা যীশুর
বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেও তাদেরই সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
ছিল। 6তিনি যখন তাদের বললেন, "আমিই তিনি।"
তাতে তারা পিছু হটে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

7তাই আবার একবার তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন,
"তোমরা কাকে খুঁজছ?"

তারা বলল, "নাসরতীয় যীশুকে।"

8এর উত্তরে যীশু বললেন, "আমি তো তোমাদের
আগেই বলেছি, 'আমিই তিনি।' সুতরাং যদি তোমরা
আমাকেই খুঁজছ, তাহলে এদের যেতে দাও।" 9এটা
ঘটল যাতে তাঁর আগের বক্তব্য যথার্থ প্রতিপন্ন হয়,
"তুমি আমায় যাদের দিয়েছ তাদের কাউকে আমি হারাই
নি।"

10তখন শিমোন পিতরের কাছে একটা তরোয়াল
থাকায় তিনি সেটা টেনে বের করে মহাযাজকের চাকরকে
আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই
চাকরের নাম মল্ক।

11তখন যীশু পিতরকে বললেন, "তোমার তরবারি
খাপে ভরো, যে পানপাত্র পিতা আমায় দিয়েছেন,
আমাকে তা পান করতেই হবে।"

হাননের কাছে যীশুকে আনা হোল

(মথি 26:57-58; মার্ক 14:53-54; লূক 22:54)

12এরপর সৈন্যরা ও তাদের সেনাপতি এবং ইহুদী
রক্ষীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে প্রথমে হাননের
কাছে নিয়ে গেল। 13সেই বছর যিনি মহাযাজক ছিলেন;
সেই কায়াফার শ্বশুর এই হানন। 14এই কায়াফা ইহুদী
নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনস্বার্থে এক জনের
মরণ হওয়া ভালো।

পিতরের যীশুকে অস্বীকার

(মথি 26:69-70; মার্ক 14:66-68; লূক 22:55-57)

15শিমোন পিতর ও আর একজন শিষ্য যীশুর পেছনে
পেছনে গেলেন। এই শিষ্যর সঙ্গে মহাযাজকের চেনা
পরিচয় ছিল, তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের বাড়ির
উঠোনে ঢুকলেন; কিন্তু পিতর ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে
রইলেন। 16তখন মহাযাজকের পরিচিত শিষ্য বাইরে
এসে যে বালিকাটি ফটক পাহারায় ছিল তাকে বলে
পিতরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। 17তখন দ্বাররক্ষীরা
পিতরকে বলল, "তুমিও সেই লোকটার শিষ্যদের মধ্যে
একজন নও কি?"

পিতর বললেন, "না, আমি নই!"

18চাকরেরা ও মন্দিরের রক্ষীরা শীতের জন্য কাঠ
কয়লার আগুন তৈরী করে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিল। পিতরও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
আগুন পোয়াচ্ছিলেন।

যীশুকে মহাযাজকের প্রশ্ন

(মথি 26:59-66; মার্ক 14:55-64; লূক 22:66-71)

19এরপর মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে
ও তাঁর শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। 20যীশু
এর উত্তরে তাঁকে বললেন, "আমি সর্বদাই সকলের
কাছে প্রকাশ্যে কথা বলেছি। আমি মন্দিরের মধ্যে ও
সমাজ-গৃহেতে যেখানে ইহুদীরা একসঙ্গে সমবেত হয়
সেখানে সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি কখনও
কোন কিছু গোপনে বলিনি। 21তোমরা আমায় কেন সে
বিষয়ে প্রশ্ন করছ? যারা আমার কথা শুনেছে তাদেরই
জিজ্ঞেস কর আমি তাদের কি বলেছি। আমি কি বলেছি
তারা নিশ্চয়ই জানবে!"

22তিনি যখন একথা বলছেন, তখন সেই মন্দির
রক্ষীবাহিনীর একজন যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে যীশুকে
এক চড় মেরে বলল, "তোর কি সাহস, তুই মহাযাজককে
এরকম জবাব দিলি!"

23এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "আমি যদি অন্যায়
কিছু বলে থাকি, তবে সকলকে বল কি অন্যায় বলেছি;
কিন্তু আমি যদি সত্যি কথা বলে থাকি তাহলে তোমরা
আমায় মারছ কেন?"

24এরপর হানন, যীশুকে মহাযাজক কায়াফার কাছে
পাঠিয়ে দিলেন। যীশু তখনও বাঁধা অবস্থায় ছিলেন।

পিতর আবার মিথ্যা বললেন

(মথি 26:71-75; মার্ক 14:69-72; লূক 22:58-62)

25এদিকে শিমোন পিতর সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও
কি ওর শিষ্যদের মধ্যে একজন?" কিন্তু তিনি একথা
অস্বীকার করে বললেন, "না, আমি নই।"

26মহাযাজকের একজন চাকর, পিতর যার কান
কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয় বলল, "আমি
ওর সঙ্গে তোমাকে সেই বাগানের মধ্যে দেখেছি, ঠিক
বলেছি না?"

27তখন পিতর আবার একবার অস্বীকার করলেন;
আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

যীশুকে পীলাতের কাছে আনা হোল

(মথি 27:1-2, 11-31; মার্ক 15:1-20; লূক 23:1-25)

28এরপর তারা যীশুকে কায়াফার বাড়ি থেকে
রাজ্যপালের প্রাসাদে নিয়ে গেল। তখন ভোর হয়ে
গিয়েছিল। তারা নিজেরা রাজ্যপালের প্রাসাদের ভেতরে
যেতে চাইল না, পাছে অশুচি* হয়ে পড়ে, কারণ তারা
নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে চাইছিল। 29তারপর রাজ্যপাল
পীলাত তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমরা
এই লোকটার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনছ?"

30এর উত্তরে তারা পীলাতকে বলল, "এই লোক
যদি দোষী না হোত, তাহলে আমরা তোমার হাতে
একে তুলে দিতাম না।"

31তখন পীলাত তাদের বললেন, "একে নিয়ে যাও
এবং তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এর বিচার কর।"
ইহুদীরা তাকে বলল, "আমরা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে
পারি না।" 32কিভাবে তাঁর মৃত্যু হবে সে বিষয়ে যীশু
যা ইঙ্গিত করেছিলেন তা পূরণ করতেই এই ঘটনাগুলি
ঘটল।

33তখন পীলাত আবার প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে যীশুকে
জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?"

34যীশু বললেন, "তুমি কি নিজে থেকে একথা বলছ,
অথবা অন্য কেউ আমার বিষয়ে তোমাকে বলেছে?"

35পীলাত বললেন, "আমি কি ইহুদী? তোমার নিজের
লোকেরা ও প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে
সঁপে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?"

36যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়।
যদি আমার রাজ্য এই জগতের হোত তাহলে আমার
লোকেরা ইহুদীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার
জন্য লড়াই করত; কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার
নয়।"

37তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "তাহলে তুমি
একজন রাজা?"

অশুচি ইহুদীরা মনে করত কোন অইহুদীর ঘরে প্রবেশ করলে তাদের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। যোহন 11:35

যীশু এর উত্তরে বললেন, "আপনি বলছেন যে আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মেছিলাম, আর এই উদ্দেশ্যেই আমি জগতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেউ সত্যের পক্ষে আছে, সে আমার কথা শোনে।"

38পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কি?" এই কথা জিজ্ঞেস করে তিনি পুনরায় ইহুদীদের কাছে গেলেন, আর তাদের বললেন, "আমি তো এই লোকটির মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না? 39কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে, সেই অনুসারে নিস্তারপর্বের সময়ে একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে থাকি। বেশ তোমাদের কি ইচ্ছা, আমি তোমাদের জন্য 'ইহুদীদের রাজাকে' ছেড়ে দেব?"

40তারা আবার চিৎকার করে বলল, "একে নয়! বারাব্বাকে!" এই বারাব্বা ছিল একজন বিদ্রোহী।

19 তখন পীলাত আদেশ দিলেন যে যীশুকে চাবুক মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হোক। 2সেনারা কাঁটালতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে সেটা যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল। তারা যীশুকে বেগুনে রঙের পোশাক পরাল, 3এরপর তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলতে লাগল, "ইহুদীদের রাজা দীর্ঘজীবি হোক!" এই বলে তারা তাঁর গালে চড় মারতে লাগল।

4পীলাত আর একবার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের বললেন, "শোন, আমি যীশুকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি। আমি চাই যে, তোমরা বুঝবে যে আমি এর কোনই দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।" 5এরপর যীশু বাইরে এলেন, তখন তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট ও পরনে বেগুনে পোশাক ছিল। পীলাত তাদের বললেন, "এই দেখ, সেই মানুষ!"

6প্রধান যাজকরা ও মন্দিরের রক্ষীরা যীশুকে দেখে চিৎকার করে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দিয়ে ওকে মেরে ফেল!"

পীলাত তাদের বললেন, "তোমরা নিজেরাই একে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।" 7ইহুদীরা তাঁকে বলল, "আমাদের যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে।"

8এই কথা শুনে পীলাত ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। 9তিনি আবার প্রাসাদের মধ্যে গেলেন। পীলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" কিন্তু যীশু এর কোন উত্তর দিলেন না।

10তখন পীলাত যীশুকে বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না? তুমি কি জান না যে তোমাকে মুক্তি দেওয়ার বা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার ক্ষমতা আমার আছে?"

11এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "ঈশ্বর না দিলে আমার ওপর আপনার কোন ক্ষমতা থাকত না। তাই যে লোক আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, সে আরও বড় পাপে পাপী।"

12একথা শুনে পীলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করল, "যদি তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি কৈসরের বন্ধু নও। যে কেউ নিজেকে রাজা বলবে, বুঝতে হবে সে কৈসরের বিরোধিতা করছে।"

13এই কথা শোনার পর পীলাত যীশুকে আবার বাইরে নিয়ে এলেন ও বিচারাসনে বসলেন। এই বিচারাসন ছিল "পাথরে বাঁধানো" নামে জায়গাতে। ইহুদীদের ভাষায় একে "গব্বথা" বলে। 14সেই দিনটা ছিল নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন।* তখন প্রায় বেলা বারোটা, পীলাত ইহুদীদের বললেন, "এই দেখ তোমাদের রাজা।"

15তখন তারা চিৎকার করতে লাগল, "ওকে দূর কর! দূর কর! ওকে ক্রুশে দিয়ে মার!"

পীলাত তাদের বললেন, "আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?"

প্রধান যাজকেরা জবাব দিলেন, "কৈসর ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।"

16তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।

যীশুর ক্রুশারোহণ

(মথি 27:32-44; মার্ক 15:21-32; লূক 23:26-43)

শেষ পর্যন্ত তারা যীশুকে হাতে পেল। 17যীশু তাঁর নিজের ক্রুশ বইতে বইতে "মাথার খুলি" নামে এক জায়গায় গেলেন। ইহুদীদের ভাষায় যাকে বলা হোত "গলগথা।" 18সেখানে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুপাশে আরও দুজনকে ক্রুশে দিল, যীশু ছিলেন তাদের মাঝখানে। 19পীলাত যীশুর মাথার দিকে ক্রুশের ওপর একটি ফলক টাঙ্গিয়ে দিলেন। সেই ফলকে লেখা ছিল, "নাসরতীয় যীশু, ইহুদীদের রাজা।" 20তখন অনেক ইহুদী সেই ফলকটি পড়ল, কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তা নগরের কাছেই ছিল, আর সেই ফলকের লেখাটি ইহুদীদের ভাষা, গ্রীক ও রোমীয় ভাষায় ছিল। 21ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে বললেন, 'ইহুদীদের রাজা' লিখো না, তার পরিবর্তে লেখো, "এই লোক বলেছিল, আমি ইহুদীদের রাজা।'"

22পীলাত বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

23যীশুকে ক্রুশে দিয়ে সেনারা যীশুর সমস্ত পোশাক নিয়ে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে এক এক ভাগ নিল। আর তাঁর উপরের লম্বা পোশাকটিও নিল, এটিতে কোন সেলাই ছিল না, ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমস্তটাই বোনা। 24তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এটাকে আর ছিঁড়ব না। আমরা বরং ঘুঁটি চেলে দেখি কে ওটা পায়।" শাস্ত্রের এই বাণী এইভাবে ফলে গেল:

নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন অর্থাৎ শুক্রবার, যখন ইহুদীরা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিতেন।

"তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক ভাগ করে
নিল, আর আমার পোশাকের জন্য ঘুঁটি চালল।"
গীতসংহিতা 22:18

সৈনিকরা তাই করল।

25যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা, মাসীমা ক্লোপার স্ত্রী
মরিয়ম ও মরিয়ম মন্দলিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন। 26যীশু
তাঁর মাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন আর যে
শিষ্যকে তিনি ভালোবাসতেন, দেখলেন তিনিও সেখানে
দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, "হে
নারী, ঐ দেখ তোমার ছেলে।" 27পরে তিনি তাঁর সেই
শিষ্যকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা।" আর তখন
থেকে তাঁর মাকে সেই শিষ্য নিজের বাড়িতে রাখার
জন্য নিয়ে গেলেন।

যীশুর মৃত্যু

(মথি 27:45-56; মার্ক 15:33-41; লূক 23:44-49)

28এরপর যীশু বুঝলেন যে সবকিছু এখন সম্পন্ন
হয়েছে। শাস্ত্রের সকল বাণী যেন সফল হয় তাই তিনি
বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।"* 29সেখানে একটা
পাত্রে সিরকা ছিল, তাই সৈন্যরা একটা স্পঞ্জ সেই
সিরকায় ডুবিয়ে এসোব নলে করে তা যীশুর মুখের
কাছে ধরল। 30যীশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর
বললেন, "সমাপ্ত হোল।" এরপর তিনি মাথা নীচু করে
প্রাণ ত্যাগ করলেন।

31ঐ দিনটি ছিল আয়োজনের দিন। যেহেতু বিশ্রামবার
একটি বিশেষ দিন, ইহুদীরা চাইছিল না যে দেহগুলি
ক্রুশের ওপরে থাকে। তাই ইহুদীরা পীলাতের কাছে
গিয়ে তাঁকে আদেশ দিতে অনুরোধ করল, যেন ক্রুশবিদ্ধ
লোকদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয় যাতে তাড়াতাড়ি তাদের
মৃত্যু হয় এবং মৃতদেহগুলি ঐদিনই ক্রুশ থেকে নামিয়ে
ফেলা যায়। 32সুতরাং সেনারা এসে প্রথম লোকটির পা
ভাঙ্গল, আর তার সঙ্গে যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল
তারও পা ভাঙ্গল। 33কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে
দেখল যে তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙ্গল
না। 34কিন্তু একজন সৈনিক যীশুর পাঁজরের নীচে বর্শা
দিয়ে বিদ্ধ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে রক্ত ও
জল বেরিয়ে এল।

35এই ঘটনা যে দেখল সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিল তা
আপনারা সকলেই বিশ্বাস করতে পারেন, আর তার
সাক্ষ্য সত্য। আর সে জানে যে সে যা বলছে তা সত্য।
36এই সকল ঘটনা ঘটল যাতে শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ
হয়: "তাঁর একটি অস্থিও ভাঙ্গবে না।"* 37আবার শাস্ত্রে
আর এক জায়গায় আছে, "তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে
তাঁরই দিকে দৃষ্টিপাত করবে।"*

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; মার্ক 15:42-47; লূক 23:50-56)

38এরপর অরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি যীশুর শিষ্য
ছিলেন কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে তা গোপনে রাখতেন,
তিনি যীশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে
অনুমতি চাইলেন। পীলাত তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি
এসে যীশুর দেহটি নামিয়ে নিয়ে গেলেন। 39নীকদীমও
এসেছিলেন (যোষেফের সঙ্গে)। এই সেই ব্যক্তি যিনি
যীশুর কাছে আগে একরাতের অন্ধকারে দেখা করতে
এসেছিলেন। নীকদীম আনুমানিক ত্রিশ কিলোগ্রাম
গন্ধ–নির্যাস মেশানো অগুরুর প্রলেপ নিয়ে এলেন।
40এরপর ইহুদীদের কবর দেওয়ার রীতি অনুসারে যীশুর
দেহে সেই প্রলেপ মাখিয়ে তাঁরা তা মসীনার কাপড়
দিয়ে জড়ালেন।

41যীশু যেখানে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, তার কাছে
একটি বাগান ছিল, সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিল
যেখানে আগে কাউকে কখনও কবর দেওয়া হয়নি।
42এই কবরটি নিকটেই ছিল, যীশুর দেহ তাঁরা সেই
কবরের মধ্যে রাখলেন, কারণ ইহুদীদের বিশ্রামের দিনটি
শুরু হতে চলেছিল।

শিষ্যরা দেখল যীশুর সমাধিগুহা খালি

(মথি 28:1-10; মার্ক 16:1-8; লূক 24:1-12)

20 রবিবার দিন সকাল সকাল মরিয়ম মন্দলিনী
সেই সমাধির কাছে গেলেন, যেখানে যীশুর দেহ
রাখা ছিল। তখনও অন্ধকার ছিল। তিনি দেখলেন যে
সমাধি গুহার মুখে যে বড় পাথরখানি ছিল তা সরিয়ে
ফেলা হয়েছে। 2তখন তিনি শিমোন পিতর ও যীশুর
সেই শিষ্য যাকে যীশু ভালোবাসতেন তাঁদের কাছে ছুটে
গেলেন। মরিয়ম বললেন, "তারা প্রভুকে সমাধি থেকে
তুলে নিয়ে গেছে। আমরা কেউ জানি না, তারা কোথায়
তাঁকে রেখেছে!"

3তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য সেখান থেকে
বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন। 4তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে
দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু সেই অন্য শিষ্য পিতরের থেকে
আগে দৌড়ে সেই সমাধির কাছে প্রথমে পৌঁছালেন।
5তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, সেখানে সেই মসীনার
কাপড়গুলি পড়ে আছে, তবু ভেতরে গেলেন না।
6শিমোন পিতর যিনি তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন
তিনিও এসে পৌঁছালেন আর সমাধি গুহার মধ্যে
ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, মসীনার সেই কাপড়গুলি
সেখানে পড়ে আছে।

7আর কবর দেবার যে কাপড়টি দিয়ে যীশুর মুখ ও
মাথা ঢাকা ছিল, সেটি ঐ মসীনার কাপড়ের সঙ্গে নেই,
তা গোটানো অবস্থায় এক পাশে পড়ে আছে। 8এরপর
সেই শিষ্য যিনি প্রথমে সমাধির কাছে গিয়েছিলেন তিনিও
ভেতরে ঢুকলেন এবং সবকিছু দেখে বিশ্বাস করলেন।
9কারণ শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে মৃতদের মধ্য
থেকে তাঁকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে। সেটি তাঁরা
তখনও বোঝেননি।

"আমার ... পেয়েছে" গীত 22:15; 69:21

"তাঁর ... না" গীত 34:20; যাত্রা 12:46; গণনা 9:12

"তারা ... করবে" সখরিয় 12:10

মরিয়ম মন্দলিনীকে যীশু দেখা দিলেন

(মার্ক 16:9-11)

10এরপর সেই শিষ্যরা নিজেদের জায়গায় ফিরে
গেলেন। 11মরিয়ম কিন্তু সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে
কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঝুঁকে পড়ে সমাধির
ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। 12আর দেখলেন শুভ্র পোশাক
পরে দুজন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল
সেখানে বসে আছেন। একজন তাঁর মাথার দিকে, আর
একজন তাঁর পায়ের দিকে।

13তাঁরা মরিয়মকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ
কেন?"

মরিয়ম তাঁদের বললেন, "তারা আমার প্রভুকে নিয়ে
গেছে, আর আমি জানি না তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

14একথা বলতে বলতে তিনি যীশুকে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না যে উনি
যীশু।

15যীশু তাঁকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ কেন!?
তুমি কাকে খুঁজছ?"

মরিয়ম তাঁকে বাগানের মালী মনে করে বললেন,
"মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে
আমায় বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আমি তাঁকে
নিয়ে যাব।"

16যীশু তাঁকে বললেন, "মরিয়ম।"

তিনি ফিরে তাকালেন, আর তাঁকে ইহুদীদের ভাষায়
বললেন, "রব্বি" যার অর্থ গুরু'।

17যীশু তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরো না, কারণ
আমি ঊর্দ্ধে পিতার কাছে এখনও যাইনি। কিন্তু তুমি
আমার ভাইদের কাছে যাও, আর তাদের বল, 'যিনি
আমার পিতা ও তোমাদের পিতা আর আমার ঈশ্বর ও
তোমাদের ঈশ্বর, ঊর্দ্ধে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।"'

18তখন মরিয়ম মন্দলিনী শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই
খবর জানিয়ে বললেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি!" আর
জানালেন যে, প্রভু তাঁকে এই কথা বলেছেন।

যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

(মথি 28:16-20; মার্ক 16:14-18; লূক 24:36-49)

19দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন সন্ধ্যায় শিষ্যরা একটি
ঘরে জড়ো হলেন। ইহুদীদের ভয়ে তাঁরা ঘরের দরজায়
চাবি দিয়ে দিলেন। এমন সময় যীশু এসে তাঁদের মাঝে
দাঁড়ালেন, আর বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।"
20একথা বলার পর তিনি তাঁদেরকে তাঁর হাত ও পাঁজরের
পাশটা দেখালেন। শিষ্যেরা প্রভুকে দেখতে পেয়ে খুবই
আনন্দিত হোলেন।

21এরপর যীশু আবার তাঁদের বললেন, "তোমাদের
শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও
তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।" 22এই বলে তিনি তাঁদের
ওপর ফুঁ দিলেন, আর বললেন, "তোমরা পবিত্র আত্মা
গ্রহণ কর। 23যদি তোমরা কোন লোকের পাপ ক্ষমা
কর, তবে তাদের পাপ ক্ষমা পাবে, আর যদি কারো
পাপ ক্ষমা না কর তার পাপের ক্ষমা হবে না।"

যীশু থোমাকে দেখা দিলেন

24কিন্তু যীশু যখন সেখানে এসেছিলেন তখন সেই
বারোজন শিষ্যের একজন থোমা, যাঁর অপর নাম দিদুমঃ
তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। 25অন্য শিষ্যেরা তাঁকে
বললেন, "আমরা প্রভুকে দেখেছি!" কিন্তু তিনি তাঁদের
বললেন, "আমি যদি তাঁর দুহাতে পেরেকের চিহ্ন না
দেখি, আর সেই পেরেক বিদ্ধ জায়গায় আমার আঙ্গুল
না দিই, আর তাঁর পাঁজরের নীচে আমার হাত না দিই,
তাহলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।"

26এক সপ্তাহ পর তাঁর শিষ্যরা আবার একটি ঘরের
মধ্যে ছিলেন, আর সেদিন থোমা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।
ঘরের দরজাগুলি তখন চাবি দেওয়া ছিল। এমন সময়ে
যীশু সেখানে এলেন ও তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" 27এরপর তিনি
থোমাকে বললেন, "এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, আর
আমার হাত দুটি দেখ। তোমার হাত বাড়িয়ে
আমার পাঁজরের নীচে দাও। সন্দেহ কোরো না, বিশ্বাস
কর।"

28এর উত্তরে থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু আমার,
ঈশ্বর আমার।" 29যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি আমায়
দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ। ধন্য তারা, যারা আমাকে
না দেখেও বিশ্বাস করে।"

যোহন কেন এই বই লিখেছিলেন

30যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে আরো অনেক
অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছিলেন, যা এই বইয়েতে সব
লেখা হয়নি। 31কিন্তু এসব লেখা হয়েছে যাতে তোমরা
বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র; আর
এই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের মধ্য দিয়ে তোমরা
সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পার।

যীশু সাতজন প্রেরিতকে দেখা দিলেন

21 এরপর তিবিরিয়া হ্রদের ধারে যীশু আবার তাঁর
শিষ্যদের দেখা দিলেন। এইভাবে তিনি দেখা
দিয়েছিলেন– 2শিমোন পিতর, থোমা যাঁর অপর নাম
দিদুমঃ, গালীলের কান্নাবাসী নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা
ও অপর দুজন শিষ্য, এঁরা সকলে এক জায়গায় ছিলেন।
3শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে
যাচ্ছি।"

অপর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "আমরাও তোমার
সঙ্গে যাব।" তাঁরা সকলে বেরিয়ে গেলেন এবং নৌকায়
গিয়ে উঠলেন, কিন্তু সেই রাত্রে তাঁরা কিছুই ধরতে
পারলেন না।

4এইভাবে যখন ভোর হয়ে আসছে, এমন সময়
যীশু তীরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু শিষ্যরা তাঁকে চিনতে
পারলেন না যে তিনি যীশু। 5যীশু তাঁদের বললেন,
"বাছারা, কিছু মাছ পেলে?"

শিষ্যরা বললেন, "না।"

6তিনি তাঁদের বললেন, "নৌকার ডান দিকে জাল
ফেল তাহলে তোমরা কিছু মাছ পাবে।" সেইভাবে তাঁরা

জাল ফেললে জালে এত মাছ পড়ল যে তাঁরা তা টেনে নৌকাতে তুলতে পারলেন না।

7তখন যে শিষ্যকে যীশু বেশী ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, "উনি প্রভু!" তাই শিমোন যখন শুনলেন যে উনি প্রভু, তখন তিনি গায়ের উপরে একটা কাপড় জড়িয়ে নিলেন কারণ তিনি তখন কাজের সুবিধার জন্য খালি গায়ে ছিলেন ও হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 8কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকাতে করে তীরে এলেন। তাঁরা মাছ ভর্তি জালটা টেনে আনছিলেন। তাঁরা তীর থেকে বেশী দূরে ছিলেন না, প্রায় তিনশো ফুট দূরে ছিলেন। 9ডাঙ্গায় উঠে তাঁরা দেখলেন সেখানে কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে, তার ওপর কিছু মাছ আর রুটিও আছে। 10যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন যে মাছ ধরলে তার থেকে কিছু নিয়ে এস।"

11শিমোন পিতর উঠে নৌকায় গেলেন এবং জাল টেনে তীরে তুললেন, সেই জালে একশো তিপ্পান্নটা বড় মাছ ছিল, আর এত মাছেতেও সেই জাল ছেঁড়েনি। 12যীশু তাঁদের বললেন, "এখানে এসে সকালের জলখাবার খেয়ে নাও।" কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কারোর জিজ্ঞাসা করার সাহস হোল না, "আপনি কে?" কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে তিনিই প্রভু। 13যীশু গিয়ে সেই রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর সেই মাছ নিয়েও তাঁদের দিলেন।

14মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর এই নিয়ে তৃতীয় বার যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন।

যীশু পিতরের সঙ্গে কথা বললেন

15তাঁরা খাওয়া শেষ করবার পর যীশু শিমোন পিতরকে বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, এই লোকদের চেয়ে তুমি কি আমায় বেশী ভালবাসো?"

পিতর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু পিতরকে বললেন, "আমার মেষশাবকদের* তত্ত্বাবধান কর।"

16তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?" পিতর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু পিতরকে বললেন, "আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর।"

17যীশু পিতরকে তৃতীয়বার বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?"

একথা তিনবার শোনায় পিতর দুঃখ পেলেন। তাই তিনি যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু তাঁকে বললেন, "আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর। 18আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তুমি তোমার নিজের কোমর বন্ধনী বাঁধতে আর যেখানে মন চাইত যেতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে আর অন্য কেউ তোমার কোমর বন্ধনী পরিয়ে দেবে। আর যেখানে তুমি যেতে চাইবে না সেখানে নিয়ে যাবে।" 19এই কথা বলে যীশু ইঙ্গিত করলেন, পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করবেন। এসব কথা বলার পর তিনি পিতরকে বললেন, "আমায় অনুসরণ কর।"

20পিতর ঘুরে দেখলেন, যাঁকে যীশু ভালোবাসতেন সেই শিষ্য তাঁদের পেছনে আসছেন এই শিষ্যই ভোজের সময় যীশুর বুকের ওপর হেলান দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "প্রভু, কে আপনাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে?" 21তাই পিতর তাঁকে দেখতে পেয়ে যীশুকে বললেন, "প্রভু, ওর কি হবে?"

22যীশু পিতরকে বললেন, "আমি যদি চাই যে, আমি না আসা পর্যন্ত ও থাকবে, তাতে তোমার কি? তুমি আমায় অনুসরণ কর।"

23তাই ভাইয়েদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে গেল যে, সেই শিষ্য মরবে না। কিন্তু যীশু তাকে বলেননি যে তিনি মরবেন না। কেবল বলেছিলেন, "আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে এখানে থাকবে, তাতে তোমার কি?"

24ইনিই সেই শিষ্য যিনি এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তিনিই এইসব লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্য।

25যীশু আরো অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলি যদি এক এক করে লেখা যেত, তবে আমার ধারণা লিখতে লিখতে এত সংখ্যক বই হোত যে জগতে তা ধরতো না।

আমার মেষশাবক যীশু এই শব্দগুলি নিজের অনুগামীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করতেন।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html